حكم النكاح بغير ولي في الإسلام

নারীদের জন্য অভিভাবকের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা বৈধ কি?

মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
এম, এ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দাঈ ঃ সৌদী ধর্ম মন্ত্রণালয়
কর্মস্থল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া
E-mail: Shefa97@yahoo.com

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স

নারীদের জন্য অভিভাবকের
অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা বৈধ কি?

মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

প্রকাশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন,
বংশাল,ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

প্রথম প্রকাশ : মুহাররম, ১৪৩২ হিজরী
জানুয়ারী ২০১০ ঈসায়ী

মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণ করাকে তাঁর নিজের অনুসরণ করা হিসেবে কুরআনে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন ঃ "যে রসূলের অনুসরণ করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুসরণ করল, আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল আমি তোমাকে তাদের হেফাযাতকারী হিসেবে প্রেরণ করিনি" (সূরা নিসা ঃ ৮০) এবং যদি আল্লাহ্ এবং আখেরাতে বিশ্বাসী হয় তাহলে দ্বন্দ্বের সময় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফয়সালার দিকে ফিরে যেতে বলেছেন (দেখুন ঃ সূরা নিসা ৫৯)।

অতঃপর সলাত ও সালাম তাঁর আখেরী নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সকল অনুসারীগণের প্রতি যারা তাঁর অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে না পড়ে নিঃসঙ্কোচভাবে তাঁর বাণীকে মেনে নিতে সর্বদায় প্রস্তুত থাকেন এবং কুপ্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে জান্নাতী পথকে ত্যাগ করেন না। কারণ, তিনি তাঁর বাণীতে বলেছেন ঃ "আমার উম্মাতের অস্বীকারকারী ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রশ্ন করা হলো ঃ কে অস্বীকারকারী (হে আল্লাহর রসূল!)? তিনি বললেন ঃ যে আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে আমার নাফারমানী করল সেই হচ্ছে অস্বীকারকারী।" [হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন]।

উল্লেখ্য আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে এমন একটি বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি যেটি মুসলিম সমাজের মধ্যেও একটি বড় ধরনের ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ ব্যাধিকে যে কিছু আলেম সমর্থন করেননি তাও নয়। বরং কিছু আলেম এর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে দলীল দেয়ারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যদি সুস্থ বিবেক দিয়ে ভেবে দেখা হয় তাহলে বলতে বাধ্য হবেন যে, এ মত পোষণকারীগণ তো স্বয়ং রসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করে তাঁর সাথেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন (নাউযুবিল্লাহ্)। অর্থাৎ রসূল (ﷺ) যে

নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আরেকটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে, কোন আলেম বা কতিপয় আলেম কোন বিষয়ে একটি মত পোষণ করলেই সেটি গ্রহণ করা যাবে এরূপ মনে করাটা ভুল। কারণ মত গ্রহণযোগ্য আর অগ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি সঠিক দলীল আর বেঠিক দলীলের উপর নির্ভর করে। আর যদি যে কোন একটি মত গ্রহণ করলেই চলত তাহলে বহু কিছুই বৈধ বা হালাল হয়ে যেত।

যেমন একটি মতে বলা হয়েছে যে, মদ তৈরি হয় শুধুমাত্র আঙ্গুর থেকে। এ ছাড়া অন্য যা কিছু থেকেই মদ তৈরি করা হোক সেগুলোর সে পরিমাণই হারাম যে পরিমাণ পান করলে বা খেলে মাতলামী আসে। অর্থাৎ যে পরিমাণ পান করলে বা খেলে মাতলামী আসে না সে পরিমাণ হারাম নয়। কিন্তু এরূপ মতামত রসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত বহু সহীহ্ হাদীস এবং সহাবীগণ থেকে বর্ণিত আসার বিরোধী। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো জানার জন্য আমার লিখা মদ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি পাট করার অনুরোধ রাখছি। তাহলেই বুঝা যাবে ইসলাম কি বলে আর কিছু আলেম কি বলেন? কারণ, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে বস্তুর বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে সে বস্তুর সামান্যতমও হারাম।"

এরূপই একটি বিষয় হচ্ছে মেয়ে কর্তৃক তার অভিভাবককে না জানিয়ে গোপনে অথবা জানালেও তার অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে ফেলা। কিন্তু ইসলামী শারী'য়াত কি এরূপ বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে? আসুন আমরা বিষয়টি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানি।

আমাদের সমাজের বহু তরুণ-তরুণী তাদের বিশ্বাসে নিজেদেরকে হারামে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য এরূপ করছেন বলে যানা যায়। বর্তমানে টিভি চ্যানেলগুলোর নাটকগুলোতেও এরূপ বিয়ের দৃশ্য ব্যাপকভাবে দেখানো হয়ে থাকে। সম্ভবত এর একটি প্রভাবও যুবক যুবতীদের মাঝে পড়ছে।

কোন প্রাপ্তা বয়স্কা নারী বা মেয়ের বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য অভিভাবকের অনুমতি বা সম্মতি শর্ত কি না এ সম্পর্কে আলেমগণের সিদ্ধান্তগুলো দলীল সহকারে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমতঃ জামহূর (অধিক সংখ্যক) আলেমের নিকট বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি বা অনুমোদন থাকা শর্তযুক্ত। অভিভাবকের অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত বিয়ে হবে না এবং অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিয়েই বৈধ হবে না। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন একজন সহাবী হতেও জানা যায় না যে, তিনি এ মতের বিপক্ষে ছিলেন।

এ মতের স্বপক্ষে দলীলগুলো নিম্নরূপ ঃ

কুরআনের দলীল ঃ

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

((وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا))

"মুশরিক নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না। মূলত ঃ মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম এদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন। (হে অভিভাবকগণ!) ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে (তোমাদের নারীদের) বিয়ে দিও না" (সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২২১)।

লক্ষ্য করুন! আয়াতের প্রথম অংশে পুরুষকে সম্বোধন করে এরূপ ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ তুমি মুশরিক নারীর সাথে বিয়ে করো না। আর উল্লেখিত দাগ দেয়া অংশে নারীকে সম্বোধন না করে সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষ অভিভাবগণকে যার অর্থ 'তোমরা বিয়ে দিয়ে দিও না।' প্রথম ক্রিয়াটি বিয়ে করার অর্থে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিয়ে দেয়ার অর্থে। আর এটা জানা বিষয় যে বিয়ে দেয়াটা হয় অন্যের মাধ্যমে

আর তিনিই হচ্ছেন অভিভাবক অথবা তার পক্ষে তার থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

قال الحافظ في الفتح (٩/ ١٨٤) : " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين " وقال ابن كثير (١/ ٣٧٧): " لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركينَ النساء المؤمنات " ٧٧ وقال القرطبي في الجامع (٣/ ٤٩) : " وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي"

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৯/১৮৪) বলেন ঃ এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত থেকে (অভিভাবকহীন বিয়ে অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে) এভাবে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিয়ের ব্যাপারে পুরুষদেরকে সম্বোধন করেছেন নারীদেরকে সম্বোধন করেননি। তিনি যেন বলেছেন ঃ হে অভিভাবকগণ! তোমরা তোমাদের অধিনস্থে থাকা নারীদের মুশরিকদের সাথে বিয়ে দিও না। ইবনু কাসীর বলেন ঃ (১/৩৩৭) তোমরা মুশরিক পুরুষদের সাথে মু'মিন নারীদের বিয়ে দিও না (যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে)। ইমাম কুরতুবী (৩/৪৯) বলেন ঃ এ আয়াতটি অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে বৈধ না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। [অর্থাৎ তোমরা মুসলিম নারীদের সাথে তাদের বিয়ে দাও]।

((وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ))

২। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ "যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, সে অবস্থায় তারা স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না।" (সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২৩২)

এ আয়াতে ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)) এ শব্দের দ্বারা অভিভাকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যা প্রমাণ করছে যে, বিয়ে সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাদের উপরেই মেয়েদের নয়।

قال البخاري في الصحيح (٩/ ١٨٢) : فدخل فيه الثيب وكذلك البكر

" قلت : ولهذه الآية سبب نزول أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري قال : عن الحسن قال : ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)) قال : حدثني مَعْقِلُ بن يَسَار ، أنها نزلت فيه قال : زوّجتُ أُختاً لي من رجل فطلّقها ،حتى إذا انقضت عدتُها جاء يخطُبها ، فقلتُ له : زوّجتُك وأفرشتُك وأكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبُها ، لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : ((فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ)) فقلتُ : الآن أفعلُ يا رسول الله قال: فزوّجها إياه".

ইমাম বুখারী "সহীহ্ বুখারী"র মধ্যে বলেন ঃ এ বাণীর মধ্যে বিধবা এবং কুমারী যুবতী নারীও অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাসান বাসরী হতে এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ (শানে নুযূল) বর্ণনা করেছেন (তবে এখানের ভাষাটি বুখারীর) তিনি বলেন ঃ আমাকে মা'কেল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন ঃ আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তাকে ত্বালাক দেয়ার পর যখন তার ইদ্দাদ পূর্ণ হয়ে যায় তখন সে তাকে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব প্রদান করলে আমি তাকে বললাম ঃ আমি তোমাকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম, তাকে তোমার জন্য বিছানা স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমাকে সম্মান প্রদান করেছিলাম, তার পরেও তুমি তাকে ত্বালাক দিয়ে আবার তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ? আল্লাহর কসম! সে তোমার কাছে কখনও ফিরে যাবে না। সে (স্বামী হিসেবে) এরূপ এক ব্যক্তি ছিল যে তার ব্যাপারে (তেমন) কোন সমস্যা ছিল না। মহিলাও তার নিকট ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিল। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা

উক্ত ((فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)) আয়াত নাযিল করেন। এ সময় আমি (মা'কেল) বললাম ঃ এখনি তার বিয়ে সম্পন্ন করব হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে তার সাথেই বিয়ে দিয়ে দাও।" [বুখারী (৫১৩০) কিতাবুন নিকাহ্]।

قال الحافظ : (الفتح ٩/ ١٨٧) : " وهي أصرحُ دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تُزوّج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمرُه إليه لا يُقالُ : إنّ غيرَه منعه منه"

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৯/১৮৭) বলেন ঃ (মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে) অভিভাবক থাকা যে অপরিহার্য উক্ত আয়াত (ও তার শানে নুযুল) তার সুস্পষ্ট দলীল ...। কারণ যদি সে মহিলার নিজে নিজের বিয়ে দেয়ার অধিকার থাকত তাহলে সে তার ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হতো না। [এবং নাবী (ﷺ) তার ভাইকে তার বিয়ে দেয়ার নির্দেশ না দিয়ে সরাসরি মহিলাকে নিজে নিজের বিয়ে করে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করতেন]।

وقال القرطبيُ (الجامع ٣/١٠٥) : " ففي الآية : دليلُ على أنّه لا يجوزُ النكاحُ بغير ولي لأنّ أُختَ معقل كانت ثيباً ، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل فالخطاب إذاً في قوله تعالى : ((فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)) للأولياء ، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن "

ইমাম কুরতুবী (৩/১০৫) বলেন ঃ এ আয়াতটি প্রমাণ বহন করছে যে, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে করা না-জায়েয। কারণ সহাবী মা'কেল (رضي الله عنه)-এর বোন বিধবা ছিল। যদি তার অভিভাবককে বাদ দিয়ে বিয়ের ব্যাপারে তার হাতেই করণীয় থাকতো তাহলে সে নিজেই নিজেকে বিয়ে দিয়ে দিত। সে তার অভিভাবক ভাই-মা'কালের মুখাপেক্ষী হতো না। অতএব ((فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)) এ বাণীর দ্বারা (পুরুষ) অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এরা নারীদের বিয়ে তাদের সম্মতিতে দিবে।

وقال الإمام الطبري في تفسيره (٢/ ٤٨٨) : " وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك لأنَّ الله – تعالى ذكره – منع الوليّ من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم .. "

ইমাম ত্ববারানী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (২/৪৮৮) বলেন ঃ এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল সেই ব্যক্তির পক্ষে যে বলে যে, অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে বৈধ হবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবককে প্রস্তাবিতা মহিলাকে বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে নিষেধ করেছেন যদি সে (মহিলা) বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাকে (অভিভাবককে) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। মহিলা যদি তার অভিভাবক কর্তৃক বিয়ে দিয়ে দেয়া ছাড়াই নিজে নিজের বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখত অথবা নিজ ইচ্ছা মাফিক যদি তার বিয়ের ব্যাপারে তার অভিভাবিকত্ব করার অধিকার থাকত তাহলে তার অভিভাবককে নিষেধ করার কোনই অর্থ থাকত না।

٣- قوله تعالى : ((وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)) (النور:٣٢)

৩। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পন্ন কর আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও।" (সূরা আন্-নূর ঃ ৩২)।

قال القرطبي : " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن"

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে বিয়ে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সম্বোধন করেননি। যদি নারীদের পক্ষ থেকে বিয়ে সম্পন্ন করা বৈধ হতো তাহলে অবশ্যই (সম্বোধনের ক্ষেত্রে) তাদেরকেও উল্লেখ করতেন।

وقال ابن سعدي في تفسيره (٥/ ٤١٤) : "يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم من رجال ونساء ، ثيبات وأبكار.

ইবনু সা'আদী তার "তাফসীর" গ্রন্থে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবক এবং নেতাদেরকে তাদের দায়িত্বে যে সব নারী রয়েছে তাদের বিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তারা সেই সব পুরুষ ও নারী যাদের স্ত্রী বা স্বামী নেই। তারা হতে পারে বিধবা অথবা কুমার-কুমারী।

وقال السيوطي في :(الاكليل ص ١٩٣) : ((وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ)) فيها الأمر بالإنكاح فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي ، لأنَّ الخطاب له ، وعدم استقلال المرأة به"

ইমাম সুয়ূতী "আল-ইকলীল" গ্রন্থে (পৃ ১৯৩) বলেন ঃ এ আয়াতের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইমাম শাফে'ঈ এর দ্বারা মেয়ের বিয়েতে অভিভাবক থাকা শর্তযুক্ত হওয়ার স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। কারণ এখানে অভিভাবককেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর বিয়ের ব্যাপারে পৃথকভাবে মহিলাকে সম্বোধন করা হয়নি।

وقال ابن حزم في المحلي (٩/ ٤٥١) : ((وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ الصَّالِحِينَ)) وهذا خطاب للأولياء لا للنساء" .

ইবনু হায্‌ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৯/৪৫১) বলেন ঃ এটি সম্বোধন হচ্ছে অভিভাবকদেরকে নারীদেরকে নয়।

٤/ قوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " [النساء : ٥٢]

৪। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ "কাজেই তাদেরকে বিয়ে কর তাদের মালিকের (অভিভাবকের) অনুমতি নিয়ে।" (সূরা আন-নিসা ঃ ২৫)।

قال القرطبي في الجامع (٣/٤٩) : " ومما يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن"

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতটি বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক থাকা যে শর্তযুক্ত তারই প্রমাণ বহন করছে। আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকেই বিয়ে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সম্বোধন করেছেন। যদি নারীদের জন্য এ দায়িত্ব পালন করা বৈধ হতো তাহলে অবশ্যই সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাদেরকেও উল্লেখ করতেন।

আমরা এবারে মেয়েদের অভিভাবকহীন বিয়ে না-জায়েয হওয়ার পক্ষে কতিপয় হাদীস এবং সহাবীগণ থেকে বর্ণিত আসার উল্লেখ করছি ঃ

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত এক হাদীসের মধ্যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))

১। "যে কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। (এরূপ বিয়ে

ঘটে গেলে আর বাতিল বিয়ের) স্বামী যদি তার সাথে মিলিত হয়ে যায় তাহলে সে তার (নারীর) গুপ্তাঙ্গ থেকে যা ভোগ করেছে এর বিনিময়ে মহিলা মাহ্‌র পাবে। তারা (অভিভাবকরা) যদি এ ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তাহলে সুলতানই (শাসকই) তার অভিভাবক গণ্য হবে যার কোন অভিভাবক নেই।"

[হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্‌, আহমাদ (২৩৬৮৫, ২৩৮৫১), ইবনু আবী শাইবাহ্‌, ইমাম ত্বহাবী "শারহ্‌ মা'আনিল আসার" গ্রন্থে, ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্মু" গ্রন্থে, ইবনুল জারূদ, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, হাকিম, বাইহাক্বী ও দারেমী (২১৮৪) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন, ইমাম ত্বহাবী ও শাইখ আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহীহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্‌ আবী দাউদ (২০৮৩), "সহীহ্‌ তিরমিযী" (১১০২), "সহীহ্‌ ইবনু মাজাহ্‌" (১৮৭৯), "ইরউয়াউল গালীল" (১৮৪০) (এ গ্রন্থে শাইখ আলবানী এর সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন), "সহীহ্‌ জামে'ইস সাগীর" (২৭০৯), "মিশকাত" তাহকীক্ব আলবানী (৩১৩১)]।

عَنْ أَبِي موسى الأَشْعَرِيِّ أن رسول الله (ﷺ) قال: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ))

২। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "অভিভাবক ছাড়া কোন বিয়েই হবে না"। [হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্‌, আহমাদ (১৯০২৪, ১৯২৪৭) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিও সহীহ্‌, দেখুন "সহীহ্‌ আবী দাউদ (২০৮৫), "সহীহ্‌ তিরমিযী" (১১০১), "সহীহ্‌ ইবনু মাজাহ্‌" (১৮৮১), "ইরউয়াউল গালীল" (১৮৩৯), "সহীহ্‌ জামে'ইস সাগীর" (৭৫৫৫), "মিশকাত" তাহকীক্ব আলবানী (৩১৩০)। হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান এবং হাকিমও সহীহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন]।

এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আব্বাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাঃ), ইমরান ইবনু হুসায়েন (রাঃ) ও আনাস (রাঃ)ও বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

৩। আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "কোন নারী কোন নারীর বিয়ে দিবে না এবং নারী নিজে নিজের বিয়ে দিবে না। কারণ, ব্যভিচারী নারী নিজেই নিজের বিয়ে দেয়।" [হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (১৮৮২) ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির দাগ দেয়া শেষাংশ বাদে বাকী অংশ সহীহ্। দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৮৮২), "ইরউয়াউল গালীল" (১৮৪১), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৭২৯৮)]।

নিম্নের ভাষাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ يُقَالُ الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "নারী নারীর বিয়ে দিবে না এবং নারী নিজে নিজের বিয়ে দিবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) বলেন ঃ বলা হতো যে, ব্যভিচারী নারীই নিজে নিজের বিয়ে দিয়ে থাকে। [এটি দারাকুতনী (৮/৩৩১, ৩৩২ - ৩৫৮৬, ৩৩৮৭), বাইহাক্বী "সুনানুল কুবরা" (৭/১১০) এবং "মা'রিফাতুস সুনান অল-আসার" গ্রন্থে (১১/২৪০-৪৩০৯)]।

৪। অন্য হাদীসের মধ্যে এসেছে যেরূপ অভিভাবকের অনুমতি এবং সম্মতি ব্যতীত বিয়ে হয় না অনুরূপভাবে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীতও বিয়ে শুদ্ধ হয় না ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ »

আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ অভিভাবক এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিয়েই হবে না। যদি তারা মতবিরোধ করে তাহলে যার কোন অভিভাবক নেই সুলতানই (শাসকই) হচ্ছে তার অভিভাবক। [হাদীসটি দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (৮/৩২৪- ৩৫৭৯), বাইহাক্বী "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৭/১২৫) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি

সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৭৫৫৭), "ইরউয়াউল গালীল" (১৮৬০)। হাদীসটি ইমরান ইবনু হুসায়েনও বর্ণনা করেছেন।

৫। আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ﴾

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ অভিভাবক এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিয়েই হবে না। এরূপ শর্ত ব্যতীত যে বিয়ে হবে সে বিয়ে বাতিল। অতঃপর তারা (অভিভাবকগণ) যদি মতবিরোধ করে তাহলে যার কোন অভিভাবক নেই সুলতানই (শাসকই) হচ্ছে তার অভিভাবক। [হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ্" গ্রন্থে (১৭/১৫৩-৪১৫১) বর্ণনা করেছেন। দেখুন "নাসবুর রায়া তাখরীজু আহাদীসিল হিদায়্যাহ্" (৫/৪৮৬), "নাইলুল আওতার" (৯/৪৯৩-২৬৭৪)]।

৬। আরেকটি হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا...

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জাহেলিয়্যাতের যমানায় চার ধরনের বিয়ে প্রথা চালু ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে বর্তমানে লোকদের মাঝে প্রচলিত পদ্ধতিটিই হচ্ছে বিয়ের (একমাত্র বৈধ) পদ্ধতি। (তা হচ্ছে) কোন ব্যক্তি তার অভিভাবকত্বে থাকা মহিলা অথবা তার মেয়ের ব্যাপারে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপন করবে। (সে সম্মত হলে) মেয়ের জন্য মাহ্‌র নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট করবে অতঃপর

মেয়ের আক্দ সম্পন্ন করবে। ... [সহীহ্ বুখারী (৫১২৭) ও আবূ দাউদ (২২৭২)]। এ হাদীসের মধ্যে যে একমাত্র বৈধ বিয়ের পদ্ধতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অভিভাবকের দায়িত্বের কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব অভিভাবক ছাড়া বিয়ের প্রশ্নই আসে না।

মেয়ের অভিভাবকহীন বিয়ে অবৈধ হওয়ার স্বপক্ষে সহাবীগণ থেকে বর্ণিত আসার ঃ

১। সহাবীগণ অভিভাবকহীন বিয়ে অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলেন। ইবনুল মুনযির এ মর্মে ইজমা'র বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

ونقل الحافظُ عن ابن المنذر في (الفتح ١٨٧/٩) قوله : " إنّه لا يُعـــرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك".

হাফিয ইবনু হাজার ইবনুল মুনযির হতে "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৯/১৮৭) উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন ঃ কোন একজন সহাবী হতেও জানা যায় না যে, তিনি অভিভাবকহীন বিয়ে অবৈধ হওয়ার বিপক্ষে গেছেন।

২। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وقالت عائشة رضي الله عنها زوجوا فإن النساء لا يزوجن واعقدوا فإن النساء لا يعقدن...

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ তোমরা (পুরুষরা) বিয়ে দাও কারণ নারীরা বিয়ে করাতে পারে না। তোমরা (পুরুষরা) আক্দ সম্পন্ন কর। কারণ নারী আক্দ করাতে পারে না ...। [শারহুল কাবীর লি ইবনু কুদামাহ (৭/৪২২) ও "মুগনী" (১৪/৩৯৩)।

৩। অভিভাবকহীন বিয়ের ব্যাপারে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভূমিকা ঃ

قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ اِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذَوِى الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.

বর্ণনা করা হয়েছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (﵁) বলেন ঃ কোন মহিলা (মেয়ে) তার অভিভাবক অথবা তার পরিবারের সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী অথবা শাসকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। [আসারটি বাইহাক্বী "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৭/১১১), দারাকুতনী "সুনান" গ্রন্থে (৮/৩৩৫- ৩৫৮৮), ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্ম" গ্রন্থে (৭/২৩৫) বর্ণনা করেছেন]।

أن عمر ابن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير اذن وليها. (المحلى : ٩/٤٥٤).

ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৯/৪৫৪) বলেন ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (﵁) এক মহিলার বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন যে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করেছিল।

جَمَعَتْ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'রাস্তা কতিপয় ভ্রমণকারীকে একত্রিত করে ফেলল। তাদের মধ্য থেকে পূর্বে বিবাহিতা এক মহিলা তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক ছাড়া অন্য এক ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পন করলে সে তার বিয়ে দিয়ে দেয়। অতঃপর এ সংবাদ উমার (﵁)-এর নিকট পৌছলে তিনি বিবাহকারী এবং যাকে বিয়ে করা হয়েছে উভয়কে বেত্রাঘাত করলেন এবং মহিলার বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করলেন।' [আসারটি ইমাম শাফে'ঈ "মুসনাদুশ শাফে'ঈ" গ্রন্থে (১/২৯০-১৩৮৭) ও "আল-উম্ম" গ্রন্থে (৫/২১), দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (৮/৩২১- ৩৫৭৬, অথবা ৩/২২৫-২০), আব্দুর রায্যাক তার "মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৬/১৯৮-১০৪৮৬), বাইহাক্বী তার "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৭/১১১-১৩৪১৭), বর্ণনা করেছেন।]

উমার (﵁) থেকে আরো বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

ইমাম মালেক "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)-এর নিকট এক বিয়ের ঘটনা নিয়ে আসা হয়েছিল যে বিয়েতে একজন পুরুষ এবং একজন নারী সাক্ষী ছিল। তিনি বললেন ঃ এ বিয়ে হচ্ছে গোপন বিয়ে এ বিয়ের বৈধতা আমি দেব না। আমি যদি এ বিয়ের ব্যাপারে আরো অগ্রসর হতাম তাহলে আমি পাথর মারতাম (মারার সিদ্ধান্ত নিতাম)। ["মুওয়াত্তা মালেক" (১১৩৬), "আস-সুনানুল কুবরা" (৭/১২৬)]।

উল্লেখ্য অভিভাবককে না জানিয়ে অনুমতি ছাড়াই বিয়ে একটি গোপন বিয়ে। আর ইসলাম যে গোপন বিয়ে সমর্থন করে না, উমার (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তই তার প্রমাণ বহন করছে।

৪। অভিভাবকহীন বিয়ের ব্যাপারে আলী (ﷺ)-এর অবস্থান ঃ

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ ، كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ)

শা'বী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণের মধ্যে অভিভাবকহীন বিয়ের ব্যাপারে আলী (ﷺ)-এর চেয়ে বেশী কঠোরতা প্রদর্শনকারী কেউ ছিলেন না। তিনি এরূপ বিয়ের কারণে প্রহার করতেন। [আসারটি দারাকুতনী "সুনান" গ্রন্থে (৮/৩৩৭- ৩৫৮৯/ অন্য কপিতে : ৩/২২৯-৩৩), ইবনু আবী শাইবাহ্ "মুসান্নাফ ফিল আহাদীসে অল-আসার" গ্রন্থে (৩/৪৫৪-১৫৯২২), বাইহাক্বী "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৭/১১১-১৩৪২২), ইবনু হুসাম হিন্দী "কানযুল ওম্মাল.." গ্রন্থে (১৬/৭৫১-৪৫৭৭০) ও শাওকানী "নাইলুল আতার" গ্রন্থে (৬/১৭৮) ও ইবনু কুদামাহ্ "আল-মুগনী" গ্রন্থে (৭/৩৪৪) উল্লেখ করেছেন]।

عن علي رضى الله عنه قال ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح الا بإذن ولى – هذا اسناده صحيح. (أخرجه البيهقي: ١١١/٧).

আলী (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ যে কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে হয় না। [আসারটি বাইহাক্বী "সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাক্বী" গ্রন্থে (৭/১১১) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এ সনদটি সহীহ্। তার উদ্ধৃতিতে ইবনু হুসাম হিন্দী "কানযুল ওম্মাল.." গ্রন্থে (১৬/৭৫০-৪৫৭৬৮) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন]।

সমাজ এবং সুস্থ বিবেকও অভিভাবকহীন বিয়েকে সমর্থন করে না ঃ

আমরা যদি সামাজিকভাবে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখি তাহলে দেখব। কোন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিই তার মেয়ে কর্তৃক নিজে নিজে তাকে (অভিভাবককে) না-জানিয়ে এবং তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে করে নেয়াকে সমর্থন করে না। সমাজের মধ্য থেকে হাজারে দু'একজন যারা এরূপ গোপন বিয়েকে সমর্থন করে, তারা আসলেই ইসলামী বিধি বিধানের ধার ধারে না। আরেকটু ভেবে দেখুন, ইসলাম যদি এরূপ গোপন বিয়েকে সমর্থনই করতো তাহলে মেয়ে গোপনে বিয়ে করবে কেন? বরং মেয়ে ও ছেলে নিজেরাও বুঝে যে, এরূপ বিয়ে সমর্থনযোগ্য নয়। অতএব সমাজ এবং সুস্থ বিবেকও এরূপ অভিভাবকহীন বিয়েকে সমর্থন করে না। বরং ঘৃণা করে। সাধারণত সমাজের কাছে এ বিয়ে করা মেয়ে-ছেলেরা ধিকৃত হয় এবং সমালোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ অভিভাবকহীন বিয়ে সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হচ্ছে এই যে, অভিভাবক ছাড়াই প্রাপ্তা বয়স্কা একজন যুবতী নারী বিয়ে করতে পারবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ অভিভাবকের অনুমোদনের উপর তাদের বিয়ে ঝুলে থাকবে যদি অনুমোদন দেয় তাহলে সঠিক হবে

আর অনুমোদন না দিলে সঠিক হবে না। আবার কেউ বলেছেন যে, পূর্বে একবার বিবাহিতা বর্তমানে বিধবা এরূপ নারী অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করতে পারবে আর যদি কুমারী যুবতী মেয়ে হয় তাহলে অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না।

এ মতের স্বপক্ষের দলীলগুলো উল্লেখ পূর্বক সংক্ষেপে তাদের ব্যাখ্যাগুলো খণ্ডন করা হলো ঃ

قال الترمذي: وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: ((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا))، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) : ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))، وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَ: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) : ((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)) عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ.

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ কোন কোন মানুষ অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে হয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "বিধবা নারী তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাকের চেয়ে বেশী হক্বদার। আর কুমারী [অবিবাহিতা] নারী থেকে (বিয়ের) সম্মতিমুলক অনুমতি গ্রহণ করতে হবে আর তার চুপ থাকাই হচ্ছে তার সম্মতি।" [মুসলিম (১৪২১), তিরমিযী (১১০৮), নাসাঈ (৩২৬০, ৩২৬১), আবূ দাউদ (২০৯৮), আহমাদ (১৮৯১)]।

এ হাদীসের প্রথম অংশ (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) দ্বারা এ মতের অনুসারীগণ দলীল গ্রহণ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে উল্লেখিত

"আল-আইয়েম" দ্বারা বিধবা এবং কুমারী যুবতী নারী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে (যাদের স্বামী নেই) এবং এ শ্রেণীর প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের ক্ষেত্রে সে নিজেই নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশী হক্বদার। অতএব সে তার বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করতে পারবে। এ মতের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী দলীল হচ্ছে এটিই।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ কিন্তু এ হাদীসের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে তারা দলীল গ্রহণ করেছেন তা নেই। কারণ এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ "অভিভাবক ব্যতীত বিয়েই হয় না।" আর নাবী (ﷺ)-এর পরে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما)ও এ ফাতওয়াই প্রদান করতেন। কারণ, বিদ্বানদের নিকট নাবী (ﷺ)-এর ((الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)) এ বাণীর অর্থ হচ্ছে এই যে, অভিভাবক বিধবা নারীর বিয়ে তার (শাব্দিক) সম্মতি এবং নির্দেশনা ব্যতীত দিবে না। যদি তার শাব্দিক সম্মতি ছাড়া বিয়ে প্রদান করে তাহলে তা ভঙ্গযোগ্য।

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَيُّمَا امْرَأَة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِه (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) : أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهَا أَمْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، وَلَا يُجْبِرُهَا ؛ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ لَمْ يَجُزْ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظ .

হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন ঃ আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত "যে নারীই তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল ..." এ হাদীসটি সহীহ্। আর এটি নিম্নের হাদীসের ভাবার্থকে "নারী তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশী অধিকার রাখে" এভাবে ব্যাখ্যা করছে যে, অভিভাবক তার নিজের

সিদ্ধান্ত মেয়ের প্রতি তার সম্মতি ব্যতীত বাস্তবায়ন করতে পারবে না এবং তাকে বাধ্য করতেও পারবে না। আর নারী যদি বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত তার জন্য বিয়ে করা জায়েয হবে না।

এ হাদীসের প্রথম অংশে উল্লেখিত "আল-আইয়্যেমু" দ্বারা কি বিধবা নারী এবং কুমারী যুবতী নারী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে? নাকি শুধুমাত্র পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারীকেই বুঝানো হয়েছে?

আসুন! এ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানার সাথে সাথে আমরা আরো জানি, এ মতের অনুসারীগণ উক্ত হাদীসের প্রথম অংশ থেকে যেভাবে দলীল গ্রহণ করেছেন এর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং তাদের ব্যাখ্যা সঠিক নাকি বেঠিক?

দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ মতের অনুসারীগণ উক্ত হাদীসের প্রথমাংশ দ্বারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করলেও শেষাংশটি নিয়ে আলোচনা করেননি কিংবা শেষাংশটি এড়িয়ে গেছেন। অথচ আল-আইয়্যেমু' দ্বারা যে বিধবাকেই বুঝানো হয়েছে তার প্রমাণ বহন করছে হাদীসটির শেষাংশটি (وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) "আর কুমারী [অবিবাহিতা] নারী থেকে (বিয়ের) সম্মতিমুলক অনুমতি গ্রহণ করতে হবে আর তার চুপ থাকায় হচ্ছে তার সম্মতি" এখানে কুমারী যুবতীকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার থেকে সম্মতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে যে, তার চুপ থাকায় তার সম্মতির আলামত। আর হাদীসের শেষাংশে যদি কুমারী যুবতীর কথা বলা না হতো তাহলে প্রথম অংশের 'আল-আইয়্যেমু' দ্বারা বিধবা আর কুমারী যুবতী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে কথাটি গ্রহণযোগ্য হতো। এর পরেও যদি বলা হয় যে, 'আল-আইয়্যেমু' দ্বারা বিধবা এবং কুমারী যুবতী

উভয়কেই বুঝানো হয়েছে তাহলে বলতে হবে যে, হাদীসটির শেষাংশটি অর্থহীন, বাড়তি এবং অতিরিক্ত কথা। কিন্তু রসূল (ﷺ) কি অর্থহীন বেকার বা বাড়তি কথা বলতে পারেন? কোনক্রমেই তিনি অর্থহীন কথা বলতে পারেন না।

অতএব প্রথম অংশ দ্বারা পূর্বে বিবাহিতা বিধবা নারীকেই বুঝতে হবে এবং এও বুঝতে হবে যে, সে নিজে নিজের অভিভাবক নয় বরং বিয়েতে সম্মত আছে কিনা সে এ সিদ্ধান্ত দেয়ার বেশী অধিকার রাখে এবং সে স্পষ্ট ভাষায় হাঁ অথবা না বলার অধিকার রাখে। অর্থাৎ সম্মত থাকলে স্পষ্ট ভাষাতেই তাকে হাঁ বলতে হবে আর সম্মত না থাকলে স্পষ্ট ভাষাতেই তাকে না বলতে হবে। যা কুমারী যুবতী নারীর বিপরীত, কারণ তার সম্মতি মিলবে তার চুপ থাকার মাঝেই, তার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলার প্রয়োজন পড়বে না। এভাবে হাদীসটি সম্পূর্ণ না করে শুধুমাত্র প্রথম অংশ দ্বারা নিজ মতের স্বপক্ষে সন্দেহমূলকভাবে দলীল দেয়া ইসলামী শারী'য়াত সমর্থন করে না।

সন্দেহমূলকভাবে কথাটি এ কারণে বললাম যে, (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) এ বাক্য থেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে, প্রাপ্তা বয়স্কা মেয়ে চাই সে পূর্ব বিবাহিতা হোক কিংবা কুমারী হোক সে তার অভিভাবকের চেয়ে নিজে নিজের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অভিভাবক হওয়ার বেশী হকদার! যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তার অভিভাবকের চেয়ে নিজের ব্যাপারে নিজেই বেশী হকদ্বার।

কিন্তু প্রশ্ন আসে কিসের ক্ষেত্রে, তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, নাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্পষ্ট ভাষায় তা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশী হক্বদার? কারণ শেষাংশে কুমারী যুবতী নারীর ক্ষেত্রে তার চুপ থাকাকেই সম্মতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অতএব শেষাংশে যেহেতু চুপ থাকাকে সম্মতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে সেহেতু প্রথম অংশে চুপ থাকা

নয় বরং স্পষ্ট ভাষায় জানানোকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বিধবা নারীর স্পষ্ট ভাষায় হাঁ অথবা না করার অধিকার অভিভাবকের চেয়ে বেশী।

উল্লেখ্য পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারী দু'টি ক্ষেত্রে অভিভাবকের চেয়ে নিজের ব্যাপারে বেশী হক (অধিকার) রাখে। একটি হচ্ছে বিয়ে করবে কিনা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্পষ্ট ভাষায় হাঁ অথবা না করার ক্ষেত্রে। এ ধরনের মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অভিভাবকের চেয়ে বেশী হলেও আক্‌দ সম্পন্ন করবেন তার অভিভাবক কিংবা অভিভাবক অন্য যাকে আক্‌দ সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রদান করবেন তিনি। অর্থাৎ অভিভাবককে না জানিয়ে এবং তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কুমারী যুবতী নারীর বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে অভিভাবক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিভাবক তার নিকট থেকে সম্মতি গ্রহণ করবে আর তার চুপ থাকাটায় হচ্ছে তার সম্মতি। এর ক্ষেত্রেও আক্‌দ সম্পন্ন করবেন অভিভাবক কিংবা তিনি যাকে দায়িত্ব প্রদান করবেন।

উল্লেখ্য অভিভাবক কুমারী যুবতী মেয়ে অথবা কোন বিধবার বিয়ে সম্মতি না নিয়েই দিয়ে দিলে সে মেয়ে বা মহিলা শাসকের দ্বারস্থ হয়ে সে বিয়ে বাতিল করার অধিকার রাখে। এ মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে। অতএব মেয়ের সম্মতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত "আল-আইয়্যেমু" শব্দ সম্বলিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি নিম্নোক্ত অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ঃ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (বাবু ইসতিইযানিস সায়্যিবে ফিন নিকাহে বিন-নুতকি অল-বিকরে বিসসুকূতে) অর্থাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে বিধবা নারীর স্বশব্দে সম্মতি গ্রহণ আর কুমারী যুবতীর চুপ থাকার মাধ্যমে সম্মতি গ্রহণের অধ্যায়।' এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম মুসলিম যিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনিও কিন্তু উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'আল-আইয়্যেমু' শব্দ দ্বারা শুধুমাত্র বিধবা

নারীকেই বুঝেছিলেন এবং ''বিধবা (আল-আইয়্যেমু) নারী তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাকের চেয়ে বেশী হক্বদার'' এ ভাষা হতে বিধবা নারী থেকে স্বশব্দে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এ ভাবার্থই বুঝেছিলেন। তিনি আল-আইয়্যেমু (বিধবা) নারী নিজে নিজের বিয়ে দিতে পারবে এরূপ ভাবার্থ বুঝেননি। অন্যথাই তিনি এভাবে অধ্যায় রচনা করতেন না।

এছাড়া "বিধবা (আল-আইয়্যেমু) নারী তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাকের চেয়ে বেশী হক্বদার'' এ হাদীসের মধ্যে 'আল-আইয়্যেমু' দ্বারা যে শুধুমাত্র বিধবা নারীকেই বুঝানো হয়েছে তার প্রমাণ বহন করছে ইমাম মুসলিম কর্তৃক একই অধ্যায়ে উল্লেখিত অনুরূপ ভাষার আরেকটি হাদীস যাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) বলেন ঃ বিধবা (আস-সাইয়্যেব) নারী তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশী হক্বদার। আর কুমারী যুবতী নারী থেকে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে আর তার চুপ থাকায় হচ্ছে তার সম্মতি। [মুসলিম (১৪২১) ও নাসাঈ (৩২৬৪)]। অতএব উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে 'আল-আইয়্যেমু' দ্বারা যে 'আস-সাইয়্যেব'-কেই (বিধবাকেই) বুঝনো হয়েছে পরের হাদীসটি তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

দেখুন অন্য হাদীসেও 'আল-আইয়্যেমু' শব্দ উল্লেখ করে এর দ্বারা শুধুমাত্র "আস-সাইয়্যেব" অর্থাৎ বিধবা নারীকেই বুঝানো হয়েছে ঃ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

আবূ সালামাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আল-আইয়্যেমু (বিধবা) নারীর সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া যাবে না আর কুমারী যুবতী নারীর সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত তারও বিয়ে দেয়া যাবে না। তারা (সহাবীগণ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! কুমারী নারীর সম্মতি কিরূপ হবে? তিনি বললেন ঃ তার চুপ থাকা।" [হাদীসটি বুখারী (৫১৩৬, ৬৯৭০), মুসলিম (১৪১৯), নাসাঈ (৩২৬৭) ও আহমাদ (৯৩২২) বর্ণনা করেছেন]।

এখানে এ হাদীসের মধ্যে 'আল-আইয়েমু'-কে তার সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত বিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সম্বোধনটা অভিভাবককেই করা হয়েছে। অতএব পূর্বের হাদীসে উল্লেখিত 'আল-আইয়েমু' দ্বারাও বিধবাকেই বুঝতে হবে এবং তার সাথে পরামর্শ করে তার মৌখিক সম্মতিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে রাজি থাকলে বিয়ে হবে, না থাকলে হবে না। এর ভাবার্থ এ নয় যে, কুমারী যুবতীর সম্মতি ছাড়াই বিয়ে দেয়া যাবে, প্রার্থক্য শুধুমাত্র সম্মতির ধরণের ক্ষেত্রে। কারণ, এর ক্ষেত্রে চুপ থাকাটাই সম্মতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু বিধবার ক্ষেত্রে চুপ থাকাটা সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে না বরং তার মুখ থেকে স্বশব্দে তার সিদ্ধান্ত জানতে হবে। আরেক হাদীসে এসেছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "বিধবা নারীর ক্ষেত্রে অভিভাবকের কোন সিদ্ধান্ত নেই আর ইয়াতীমার (কুমারী যুবতীর) সাথে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে তবে তার চুপ থাকাটাই তার সম্মতি।" (অর্থাৎ বিধবার উপরে অভিভাবকের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া যাবে না, সম্মতি পেলে অভিভাবক শুধুমাত্র আক্দ করে দিবে) [হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (২১০০)]। এখানে ইয়াতীমাহ্ দ্বারা কুমারী যুবতী নারীকে বুঝানো হয়েছে।

যারা বলছেন যে, অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই বিধবা এবং যুবতী নারীরা নিজেরাই নিজেদের বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখেন। তারা যদি আবূ দাউদে বর্ণিত উপরের হাদীসটির দ্বারা এবং ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোক্ত অধ্যায়ের শেষের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে এ কথা বলতেন যে, 'শুধুমাত্র বিধবা নারী অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজেই নিজের বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে' তাহলে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হলেও তাদের স্বপক্ষে হাদীস দু'টিকে শক্ত দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। যেমনটি দাউদ আয-যাহেরী করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা তা না করে বিধবা আর কুমারী যুবতী উভয় শ্রেণীর নারীদেরকেই নিজে নিজের বিয়ে দেয়ার অধিকার দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যা কোনক্রমেই হাদীসের সঠিক ভাবার্থ বুঝে দলীল ভিত্তিক কথা নয়।

এছাড়া আরেক হাদীসের মধ্যে এসেছে এক বিধবা নারীর সম্মতি ব্যতীরিকেই বিয়ে দেয়ার কারণে রসূল (ﷺ) সে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে ছিলেনঃ

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

খানসা বিনতু খিযাম আনসারিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে তার পিতা এ অস্থায় বিয়ে দিয়ে দিলো যে, সে বিধবা ছিল। কিন্তু সে এ বিয়েকে অপছন্দ করে রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁর কাছে ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি তার বিয়ে ভেঙ্গে দেন। [হাদীসটি বুখারী (৫১৩৯, ৬৯৪৫), আবূ দাউদ (২১০১), নাসাঈ (৩২৬৮), আহমাদ (২৬২৪৬), মালেক (১১৩৫) ও দারেমী (২১৯২) বর্ণনা করেছেন]।

রসূল (ﷺ) এ বিয়ে ভেঙ্গে দেন বিধবা মহিলাটি রাজি না থাকায় এবং অভিভাবক তার সম্মতি গ্রহণ ছাড়াই বিয়ে দেয়ার কারণে। রসূল (ﷺ) তার পিতার অভিভাবকত্বকে বাতিল করেননি। বরং এখানে বিধবা নারীর সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব 'আল-আইয়্যেমু' দ্বারা বিধবা নারীকেই বুঝতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে তার মতামতই বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য হবে, পিতা বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র আক্দ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবেন।

এ ছাড়া বিধবা নারীর ক্ষেত্রে বিয়ের সম্মতি গ্রহণের পদ্ধতিটি যে পৃথক তা "আস-সাইয়েবু" (বিধবা) শব্দ ব্যবহার করে আরো স্পষ্টভাবে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ.

১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ) বলেন ঃ কুমারী যুবতী নারীর সম্মতি ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া যাবে না আর বিধবা নারীর সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া যাবে না। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রসূল! তার (কুমারী মেয়ের) সম্মতির ধরণ কিরূপ? তিনি বললেন ঃ সে চুপ থাকলে এতেই তার সম্মতি।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (৬৯৬৮) এবং অনুরূপ হাদীস আবূ দাউদ (২০৯২), তিরমিযী (১১০৭), ইবনু মাজাহ্ (১৮৭১), আহমাদ (৭৩৫৬, ৭৭০১, ৯২০৭) ও দারেমীও (২১৮৬) বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا.

২। আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ কুমারী যুবতী মেয়ের সম্মতিমূলক নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে আর বিধবা নারীর সাথে পরামর্শ করতে হবে। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রসূল! কুমারী মেয়েতো লজ্জা করে। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ তার চুপ থাকায় হচ্ছে তার সম্মতি। [এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৭০৯১) বর্ণনা করেছেন]।

অভিভাবককে বিধবার সাথে পরামর্শ করতে হবে আর কুমারী যুবতী নারী থেকে সম্মতি নিতে হবে আর তার চুপ থাকায় হচ্ছে তার সম্মতি। এ মর্মে এতো সুস্পষ্ট হাদীস থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের অভিভাবকহীন বিয়েকে বৈধতা দেয়ার মানেই হচ্ছে রসূল (ﷺ)-এর এমন সব হাদীসকে অবজ্ঞা করার শামিল যেগুলো অস্পষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে।

আবার কেউ কেউ একটু অগ্রসর হয়ে অভিভাবকহীন বিয়েকে বৈধতা দানের স্বপক্ষে বলেছেন ঃ আমাদের স্বপক্ষের হাদীসটি বেশী শক্তিশালী। (যার সঠিক ভাবার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। কিন্তু এর চেয়েও বহুগুণে বেশী শক্তিশালী এবং বেশী স্পষ্ট হাদীসগুলো তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

সম্ভবত এ কারণেই এক আলেম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অভিভাবকহীন বিয়েকে বৈধতা প্রদান করেছেন তিনি আসলে রসূল (ﷺ)-এর সাথেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন।

আসুন আমরা "আল-আইয়েমু" শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানি ঃ

قال الفيومي في المصباح (ص ١٣) : " الأيم " : العَزَب : رجلاً كان أو امرأة ، قال الصنعاني : وسواء تزوج من قبل أو لم يتزوج فيقال : رجل أيِّم وامرأة أيِّم ..

وقال ابن السكيت أيضاً : فلانة أيِّم إذا لم يكن لها زوج بكراً كانت أو ثيباً ، ويقال أيضاً : أيمة للأنثى ...

আল-ফায়ূমী "আল-মিসবাহ্" গ্রন্থে (পৃ ১৩) বলেন ঃ "আল-আইয়েমু" শব্দের অর্থ অবিবাহিত নারী অথবা পুরুষ। সন'আনী বলেন ঃ পূর্বে বিয়ে হয়ে থাক অথবা পূর্বে বিয়ে না হয়ে থাক এরূপ পুরুষকে 'রাজুলুন আইয়েমুন' আর নারীকে 'ইমরাআতুন আইয়েমুন' বলা হয়।

ইবনুস সিক্কীতও বলেন ঃ যখন কোন নারীর স্বামী থাকে না চাই সে পূর্ব বিবাহিতা হোক কিংবা কুমারী যুবতী হোক তখন তাকে বলা হয় ঃ অমুক নারী আইয়েম এবং আইয়েমাহ্-ও বলা হয়।

وتأيم : مكث زماناً لا يتزوج ، والحرب مأيمة ؛ لأنَّ الرجال تقتل فيها فتبقى النساء بلا أزواج ، ورجل أيمان ماتت امرأته ، وامرأة أيمى مات زوجها ، والجمع فيهما أيامى .

আরবী পরিভাষায় বলা হয় ঃ 'তাআইয়্যামা' ঃ অর্থাৎ সে কিছু সময়কাল অপেক্ষায় আছে, বিয়ে করেনি। বলা হয় "আল-হারবু মাআইয়্যামাহ্' কারণ যুদ্ধে পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় ফলে নারীরা স্বামী বিহীন অবস্থায় রয়ে যায়। যে ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেছে তাকে 'রাজুলুন আয়মান' বলা হয় আর যে নারীর স্বামী মারা গেছে তাকে 'ইমরাআতুন আয়মা' বলা হয়। এ ক্ষেত্রে শব্দটির বহুবচন আসে 'আইয়্যামা'।

وقال السندي في حاشيته (٨٤/٦) : " الأَيِّم، بفتح، فتشديد تحتية مكسورة في الأصل : من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً.

সিন্দী তার "হাশিয়্যাহ্" তে (৬/৮৪) বলেন ঃ 'আল-আইয়েমু' আসলে সেই নারীকে বলা হয় যার স্বামী নেই সে কুমারী যুবতী নারী হোক অথবা পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারী হোক।

وقال الزرقاني : في شرحه على الموطأ (١٦٤/٣) : " الأَيِّم " بكسر التحتية لغة : من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة ، بكراً أو ثيباً ".

যারকানী "শারহুল মুওয়াত্তা" গ্রন্থে (৩/১৬৪) বলেন ঃ 'আল-আইয়েমু" সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যার স্ত্রী নেই (অথবা স্বামী নেই) পুরুষ হোক কিংবা নারী, কুমারী যুবতী নারী হোক কিংবা বিধবা নারী হোক।

وآمَت المرأةُ إذا مات عنها زوجها أو قُتل وأقامت لا تتزوَّج يقال امرأةٌ أَيِّمٌ وقد تأيَّمَتْ إذا كانت بغير زَوْج وقيل ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها وهي تَصْلُح للأزْواج.

ইবনুল মুনযূর আফ্রীকী "লিসানুল আরাব" গ্রন্থে বলেন ঃ যখন কোন মহিলার স্বামী মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয় এবং সে নারী বিয়ে না করে অবস্থান করে তখন তার ক্ষেত্রে বলা হয় 'আমাতিল মারআতু'। যখন কোন নারী স্বামী ছাড়া থাকে তখন তাকে امرأةٌ أَيِّمٌ আইয়েম মহিলা বলা হয়। আর তা এ কারণেই বলা হয় যে, তার স্বামী ছিল কিন্তু সে তাকে রেখে মারা গেছে। এ অবস্থায় সে (অন্যের সাথে) বিয়ের উপযুক্ত।

وفي الحديث امرأةٌ آمَتْ من زوجِها ذاتُ مَنْصِب وجَمال أي صارت أَيِّماً لا زوج لها.

ইবনুল মানযূর আরো বলেন ঃ হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ সুন্দরের অধিকারী সম্ভ্রান্ত এক মহিলা তার স্বামী থেকে বিধবা হয়ে গেছে, 'আইয়েম' হয়ে গেছে অর্থাৎ এরূপ হয়ে গেছে যে, তার স্বামী নেই।

ومنه حديث حفصة أنها تأيَّمتْ من خُنَيْسٍ زَوْجِها قَبْل النبي ﷺ.

ইবনুল মানযূর আরো বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এসেছে যে হাফসা বিনতু উমার (রাঃ)-এর নাবী (ﷺ)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে তার স্বামী খুনায়েস ইবনু হুযাফাহ্ থেকে (মারা যাওয়ার কারণে) 'তাআইয়্যামাত' অর্থাৎ বিধবা হয়ে যায়। [এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (৩২৪৮, ৩২৫৯)]।

وفي التنزيل العزيز وأَنْكِحُوا الأيامى منكم دخل فيه الذَّكَر والأُنثى والبِكْر والثَّيِّب وقيل في تفسيره الحَرائر وقول النبي ﷺ الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها فهذه الثَّيِّبُ لا غير.

আরবী ভাষা পণ্ডিত ইবনুল মানযূর আরো বলেন ঃ কুরআনের মধ্যে এসেছেঃ (وأنكحوا لأيامى منكم) এখানে 'আল-আইয়ামা' শব্দের মধ্যে পুরুষ, মহিলা, কুমারী যুবতী, পূর্বে বিবাহিতা বিধবাও অন্তর্ভুক্ত। এর তাফসীরে কেউ কেউ বলেছেন ঃ এর দ্বারা (দাসী নয়) স্বাধীনদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর বাণী ঃ (الأيم أحق بنفسها) এর মধ্যে 'আল-আইয়েমু' দ্বারা বিধবা নারীকে বুঝানো হয়েছে অন্য কিছু বুঝানো হয়নি। [দেখুন "লিসানুল আরাব" 'আল-আইয়েম' শব্দের ব্যাখ্যা।

পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলছি ঃ 'আল-আইয়েমু' শব্দের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণ, যারা বলছেন যে এ শব্দের দ্বারা পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারী এবং প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। অতএব উভয়েই তাদের নিজেদের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে বিয়ের ব্যাপারে বেশী হক্দার।

কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, 'আল-আইয়েম' দ্বারা কেউ কেউ বিধবা অথবা কুমারী যুবতী নারী উভয়কেই বুঝিয়েছেন আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারীকেই বুঝিয়েছেন আবার কেউ কেউ অবিবাহিত পুরুষকেও বুঝিয়েছেন। যাই হোক যদি এর দ্বারা উভয়কেই বুঝানো হয় তাহলে যখন একই হাদীসের মধ্যে কুমারী যুবতী নারীর বিষয়টি হাদীসের শেষাংশে পৃথকভাবে এসেছে তখন প্রথম অংশে অবশ্যই পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারীকেই বুঝানো হয়েছে এবং তাই বুঝতে হবে। অন্যথায় হাদীসের অপব্যাখ্যা করা হবে আর আরবী ভাষায় যে অর্থে 'আল-আইয়েমু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটিকেও এড়িয়ে যাওয়া হবে। কারণ 'আল-আইয়েমু' শব্দটি একই সাথে বিধবা এবং কুমারী যুবতী নারী উভয়কেই বুঝায় না। কারণ যদি এরূপ হতো তাহলে একজন নারীকেই একই সাথে বিধবা এবং কুমারী যুবতী নারী হিসেবে গণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো, যা কোনক্রমেই হতে পারে না এবং বিবেক সম্পন্ন কোন ব্যক্তিও এরূপ বলতে পারেন না। আবার হাদীসের প্রথম অংশ দ্বারা যদি যুবতী কুমারী মেয়ে আর বিধবা উভয়কেই বুঝানো হয় তাহলে দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন হয়ে যায়। অথচ রসূল (ﷺ) অর্থহীন বেকার কথা বলতে পারেন না।

এছাড়া নাসা'ঈতে বর্ণিত উপরোক্ত সহীহ্ হাদীসে শুধুমাত্র পূর্ব বিবাহিতা বিধবা নারীকেই 'আল-আইয়েমু' বলা হয়েছে। অতএব আলোচ্য হাদীসের মধ্যে যারা 'আল-আইয়েমু' দ্বারা বিধবা এবং কুমারী যুবতী উভয়কেই বুঝাতে চেয়েছেন তাদের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভুল। বরং সে হাদীসে 'আল-আইয়েমু' দ্বারা শুধুমাত্র বিধবা নারীকেই যে বুঝানো হয়েছে এটিই সঠিক।

অভিভাবকহীন বিয়েকে বৈধতা দানের স্বপক্ষে নিজেকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হেবাকারী নারী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে ঃ

অথচ রসূল (ﷺ)-কে কোন মহিলা নিজেকে হেবা করে দিলে তার বিধানটি যে স্বতন্ত্র তারা তা বে-মা'লূম ভুলে গেছেন। বিষয়টি যে তাঁর সাথে নির্দিষ্ট বা খাস ছিল তারা তা বুঝেননি। এর ফলে স্পষ্ট সহীহ্ হাদীসগুলো তারা গ্রহণও করেননি। এ কারণেই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের মধ্যে বলেন ঃ

﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (الأحزاب: من الآية٥٠).

"আর কোন মু'মিন নারী যদি নাবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করে আর নাবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায় সেও বৈধ, এটা অন্য মু'মিনদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে শুধুমাত্র তোমার জন্য। মু'মিনগণের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার তা জানা আছে, (তোমার ব্যাপারে এ সুবিধা আমি এ কারণেই দিয়েছি) যাতে তোমার কোন অসুবিধে না হয়। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৫০)

কাতাদাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহর "خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" এ বাণী সম্পর্কে বলেন ঃ অভিভাবক এবং মাহ্র ছাড়া কোন মহিলা নিজেকে নাবী (ﷺ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে হেবাহ্ করতে পারে না। কোন নারী কর্তৃক নিজেকে এ ধরণের হেবাহ্ করার বৈধতা একমাত্র নাবী (ﷺ)-এর জন্যেই বৈধ ছিল।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি আল্লাহর "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ" এ বাণী সম্পর্কে বলেন ঃ অর্থাৎ তাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, অভিভাবক, দু'জন সাক্ষী এবং মাহ্র ছাড়া বিয়েই হবে না। [দেখুন "দুররুল মানসূর" (৬/৬৩২) অনুরূপ ব্যাখ্যা আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (رضي الله عنه), উবাই ইবনু কা'ব (رضي الله عنه), কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন (৬/৬৩২), "তাফসীর কুরতুবী" (১৪/১৮২), "তাফসীর ইবনু কাসীর" (৩/৬৫৮) ও "তাফসীর ত্বাবারী" (১০/৩০৯)]।

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, এ ধরণের হেবাকারী নারীকে বিয়ে করার বৈধতার বিষয়টি একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর সাথেই খাস ছিল। তাঁর উম্মাতের আর কারো জন্যে এরূপ নারীকে (অভিভাবক ছাড়া) বিয়ে করা বৈধ ছিল না।

قال ابن القيم في حاشيته (٦/ ١٠١) : " فإنّ الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية " .

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযী (৬/১০১) বলেন ঃ নিজেকে রসূল (ﷺ)-এর জন্য হেবাকারী মহিলা রসূল (ﷺ)-এর জন্য বৈধ ছিল। আর সে মহিলা রসূল (ﷺ)-এর উপর তার দায়িত্ব অর্পন করেছিল ফলে রসূল (ﷺ) অভিভাবক হিসেবেই তাকে এক সহাবীর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।

এখানে আরেকটি সংশয় দূর হওয়া প্রয়োজন যে, যিনি বা যারা হেবাকারী নারী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। সে হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, সে মহিলা নাবী (ﷺ)-এর নিকট তার ব্যাপারে তাঁর প্রয়োজন না থাকলে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছিল। এ কারণে এ মতের অনুসারীগণ বলেন যে, রসূল (ﷺ) তো মহিলার অভিভাবককে খুজেননি। অতএব অভিভাবক ছাড়া বিয়ে জায়েয।

এ ধরনের ব্যাখ্যাকারীর উদ্দেশ্যে বলব ঃ রসূল (ﷺ) কিন্তু একজন শাসক ছিলেন এবং তিনিই আবার প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রেরও প্রধান। আর আমরা হাদীসে পেয়েছি যে, যার কোন অভিভাবক নেই তার অভিভাবক হচ্ছে শাসক। আবার হাদীসের মধ্যে পেয়েছি যে, অভিভাবকরা যদি কোন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে তাহলেও কিন্তু এ অবস্থায় শাসক হচ্ছে সে মেয়ের অভিভাবক। এ দু' কারণের যে কোনটি সে মহিলার ক্ষেত্রে ঘটে থাকতে পারে। যা স্পষ্টভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অতএব স্পষ্ট হাদীস থাকতে অস্পষ্ট বাণী থেকে দলীল গ্রহণ করাকে কোন সুস্থ বিবেকই সমর্থন করতে পারে না। আর রসূল (ﷺ) শুধুমাত্র রাষ্ট্র প্রধানই ছিলেন না তিনি একজন আল্লাহর মনোনিত নাবী ও রসূলও ছিলেন, যিনি আবার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতন্ত্র নীতিও ছিল। যেমন আমরা বলতে পারি চারের অধিক বিয়ে করার বিষয়টি ইসলাম ধর্মে শুধুমাত্র তাঁর জন্যই আল্লাহ্ বৈধ করেছিলেন। আর অন্য কারো জন্য এর বৈধতা দেয়া হয়নি। অতএব তিনি তো তাঁর জীবদ্দশায় অভিভাবকদেরও অভিভাবক।

এছাড়া কোন মহিলা বা মেয়ের বিশেষভাবে তাঁর নিকট নিজেকে হেবা করে দেয়ার ক্ষেত্রে (মেয়ের জন্য তার) অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। যদি অভিভাবকের প্রয়োজন থাকতো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তা বলে দিতেন এবং রসূল (ﷺ)ও তার অভিভাবকের মাধ্যমে আসতে বলতেন। কিন্তু কোনটিই বর্ণিত হয়নি। অতএব যে মেয়ে নাবী (ﷺ)-এর জন্য নিজেকে হেবা করে দিয়েছিল তার যাবতীয় দায়িত্ব তো নাবী (ﷺ)-এর উপরেই চলে গেছিল। তিনিই এখন তার অভিভাবক। এ কারণেই তিনি অন্য কারো সাথে সে মেয়ের বিয়ে দেয়ার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি অন্য সহাবীর সাথে নিজেকে হেবাকারী মহিলার বিয়ে দিয়ে দেন।

আবার কেউ কেউ অভিভাবকহীন বিয়েকে বৈধতা দেয়ার জন্য তিন ত্বলাক প্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া ((حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)) "যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।" (সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২৩০) এ আয়াত দ্বারাও দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীকে বিয়ে না করবে।

কিন্তু এখানে তার বিয়ে করার অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ের পর মিলিত হওয়া। এখানে বিয়ে করার দ্বারা নিজে নিজে বিয়ে করাকে বুঝায়নি বরং এখানে স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে বিয়ের পরে সঙ্গম করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে সঙ্গম না করে।

وقد نقل القرطبي عن النحاس قوله : "وأهل العلم على أنّ النكاح هاهنا الجماع" أنظر : (الجامع : ٩٨/٣) .

ইমাম কুরতুবী নাহ্হাশের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ বিদ্বানগণ এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এ আয়াতে নিকাহ্ দ্বারা সঙ্গম করাকে বুঝানো হয়েছে। [তাফসীর কুরতুবী ঃ (৩/৯৮, ১৪০)]। আয়াতটির এ ভাবার্থ হাদীসের মধ্যেও করা হয়েছে।

যিনি বা যারা বলেছেন যে, মেয়ের জন্য অভিভাবক থাকা শর্ত নয় তারা তাদের সমর্থনে কিয়াস দ্বারা দলীল গ্রহণ করারও চেষ্টা করেছেন। বলেছেন যে, যেরূপ একজন মেয়ে নিজে নিজে পৃথকভাবে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) করতে পারে অনুরূপভাবে নিজে নিজের বিয়েও দিতে পারবে।

কিন্তু সরাসরি বহু সহীহ্ হাদীসের বিরুদ্ধে ব্যক্তি মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে হাদীসের বিপক্ষে (কিয়াস দ্বারা) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে বাতিল এবং ভ্রান্ত মত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং নাবী (ﷺ)-এর হাদীসের বিপক্ষে মত পোষণ করা হলে তা নিকৃষ্টতম মত হিসেবেই গণ্য হবে এটিই স্বাভাবিক। আর কিয়াস দ্বারা হাদীসকে অগ্রাজ্য করাও যায় না।

আবার কেউ কেউ 'অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল ...' এবং 'অভিভাবক ছাড়া বিয়েই হয় না' হাদীস দু'টিকে দুর্বল আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যা নিতান্তই দুঃখজনক এবং ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সহীহ্ হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দেয়ার হীন প্রচেষ্টার শামিল। কারণ উভয় হাদীসই মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত।

কেউ কেউ এরূপ কথা বলে বিভ্রান্তি ঝড়ানোর চেষ্টা করেছেন যে, আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত "...তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল" এ হাদীসটির এক বর্ণনাকারী যুহ্রীকে পরবর্তীতে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাদীসটি চিন্তে (স্মরণ করতে) পারেননি। এ কারণে যখন হাদীসটির বর্ণনাকারীই হাদীসটিকে চিন্তে পারছেন না তখন হাদীসটি সঠিক নয়। ইবনু জুরায়েজ বলেন ঃ আমি যুহ্রীকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি হাদীসটি চিন্তে পারেননি।

কিন্তু ইবনু জুরায়েজ থেকে এ উক্তিটি একমাত্র ইবনু ওলাইয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেছেন ঃ ইবনু জুরায়েজ থেকে একমাত্র ইবনু ওলাইয়্যাহ্ বর্ণনা করেছেন। আর যুহ্রী কর্তৃক হাদীসটি না চেনার বিষয়টি যদি সঠিকও হয় তবে এটা হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দলীল হতে পারে না। কারণ যুহ্রী থেকে হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। তাই যুহ্রী ভুলে গেলেও তা হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি করতে পারে না। কারণ কোন মানুষই ভুলে যাওয়া থেকে নিরাপদ নয়।

ইবনুল জাওযী "আত-তাহ্কীক্ব" গ্রন্থে (২/২৫৫, ২৫৬) বলেন ঃ

هذا الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين وما ذكرتموه عن ابن جريج ليس في هذه الرواية التي ذكرناها قال الترمذي لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية وسماعه من ابن جريج ليس بذاك. ....

এ হাদীসটি সহীহ্, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ (বুখারীর) বর্ণনাকারী। হাদীসটি আবূ আব্দিল্লাহ্ হাকিম "আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহীহায়েন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আপনারা ইবনু জুরায়েজ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা এ বর্ণনার ক্ষেত্রে নয় যেটি আমরা উল্লেখ করেছি। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ ইবনু জুরায়েয থেকে একমাত্র ইবনু ওলাইয়্যাহ্ তা উল্লেখ করেছেন আর ইবনু জুরায়েজ থেকে তার শ্রবণ নির্ভরযোগ্য নয়।

আর বর্ণনাকারী যুহ্‌রী কর্তৃক হাদীসটি স্বরণে না আসা বা হাদীসটিকে পরবর্তীতে চিন্‌তে না পারা হাদীসটির মধ্যে কোন ত্রুটি নিয়ে আসবে না। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ কখনও কখনও বর্ণনা করেন আবার ভুলেও যান। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন ঃ ইবনু ওয়াইনাহ্ লোকদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাতেন অতঃপর বলতেন ঃ এটি আমার থেকে বর্ণনাকৃত হাদীস নয় এবং আমি এটিকে চিনি না। সুহায়েল ইবনু আবী সালেহ্ হতে বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি হাদীস তার নিকটেই উল্লেখ করা হলে তিনি সেটিকে অস্বীকার করলেন। তখন রাবী'আহ্ তাকে বললেন ঃ আপনি আপনার পিতার উদ্ধৃতিতে আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তখন থেকে সুহায়েল বলতেন ঃ রাবী'আহ্ আমার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম দারাকুতনী সেই সব বর্ণনাকারীদেরকে একটি খণ্ডে একত্রিত করেছেন যারা হাদীস বর্ণনা করেন অতঃপর ভুলে যান। তিনি বলেন ঃ

যুহ্রী ভুলে যান যে, এ হাদীসটি তার থেকেই জা'ফার ইবনু রাবী'আহ্, কুরাহ্ ইবনু আব্দির রহমান এবং ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি যে তার থেকে সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রমাণিত।

ইমাম ত্বহাবী "শারহু মা'আনিল আসার" গ্রন্থে (১১/২২৯ হাদীস নং ৪২৯৮ তে) আয়েশা (رضي الله عنها) হতে অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল মর্মে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ এ হাদীসটি আব্দুল মালেক ইবনু আব্দিল আযীয ইবনে জুরায়েজ বর্ণনা করেছেন সুলাইমান ইবনু মূসা হতে, তিনি যুহ্রী হতে ...। তারা সকলেই নির্ভরযোগ্য হাফেয। আর আমরা শু'আঈব ইবনু আবী হামযাহ্ হতে বর্ণনা করেছি তিনি বলেন ঃ আমাকে যুহ্রী বলেন ঃ মাকহূল আর সুলাইমান ইবনু মূসা আমাদের নিকট আসতো। আল্লাহর কসম! এ দু'ব্যক্তির মধ্যে সুলাইমান বেশী বড় হাফেয ছিল। আমরা উসমান দারেমী হতে বর্ণনা করেছি তিনি বলেন ঃ আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈনকে বললাম ঃ যুহ্রীর ব্যাপারে সুলাইমান ইবনু মূসার অবস্থা কি? তিনি বললেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য। আর আজব ব্যাপার এই যে, কোন কোন ব্যক্তি তার মাযহাবের বিপক্ষে হাদীসকে দাফন করছে। (বিস্তারিত উক্ত গ্রন্থে দেখার অনুরোধ রাখছি সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি) ইমাম ত্বহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ ইবনু জুরায়েজের সূত্রে ইবনু ওলাইয়্যাহ্ কর্তৃক যুহ্রীর উদ্ধৃতিতে তার অস্বীকার করার বিষয়টি খুবই দুর্বল কথা। তিনি (ইয়াহ্ইয়া) আয়েশা (رضي الله عنها)-এর হাদীসটির ব্যাপারে যুহ্রী হতে সুলাইমান ইবনু মূসার বর্ণনাকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন আর মন্দলের বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

উসমান আদ-দারেমী আরো বলেন ঃ আমরা ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছি, তিনিও ইবনু জুরায়েজ হতে যুহরীর উদ্ধৃতিতে ইবনু ওলাইয়্যার কথাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ ইবনু জুরায়েজের লিখিত কিতাব রয়েছে তার কিতাবসমূহে ইবনু ওলাইয়্যার এ কথা নেই।

এ দু'জন (ইয়াহ্ইয়া ও আহমাদ) হাদীসের ইমাম, তারা দু'জনই ইবনু ওলাইয়্যাহ্ কর্তৃক বর্ণিত যুহ্‌রী 'হাদীসটি অস্বীকার করেছেন' এ ঘটনাটি সাব্যস্ত করেননি। এছাড়াও হাদীসের ব্যাপারে জ্ঞানীজনদের (মুহাদ্দিসগণের) মাযহাব হচ্ছে এই যে, সত্যবাদী বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব যদিও সে ভুলে যায় সেই ব্যক্তির কথা যে তার থেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

এ মতের (অভিভাবকহীন বিয়ের) অনুসারীগণ সূরা বাক্বারার নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলীল গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন যে আয়াত দ্বারা প্রথম মতের অনুসারীগণও দলীল গ্রহণ করেছেন ঃ "যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তারপর তাদের ইদ্দৎ পূর্ণ হয়ে যায়, সে অবস্থায় তারা স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না।" (সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ২৩২)

কিন্তু এ আয়াতটি অভিভাবকহীন বিয়ের স্বপক্ষের দলীল কোনক্রমেই হতে পারে না। এর প্রমাণ আয়াতের শানে নুযূল অর্থাৎ যে কারণে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। শানে নুযূলটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেটি প্রমাণ করে যে, আয়াতটি অভিভাবকহীন বিয়ে না জায়েয হওয়ার পক্ষের দলীল। অতএব হাদীসে বর্ণিত যে কারণে আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে কারণকে বাদ দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা অন্যভাবে করার অর্থই হচ্ছে এ মর্মে বর্ণিত হাদীসকে অমান্য করা।

আর এখানে যে বাধা দিতে না করা হয়েছে। এর দ্বারা কাকে বাধা দিতে না করা হয়েছে? অবশ্যই অভিভাবককে। অতএব বাধা না দিয়ে তার করণীয় কি সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ মতের অনুসারীগণ সেদিকে দৃষ্টি দেন না। সেটি হচ্ছে বাধা না দিয়ে যেহেতু মেয়ে বিয়ে করতে সম্মতি দিয়েছে, বিয়ে করতে চাচ্ছে। অতএব তার বিয়ে দিয়ে দাও। সেদিকটিই কিন্তু হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে। আবার যিনি অভিভাবককে বিয়ে দিয়ে দিতে বলেছেন তিনি কিন্তু আমাদের নাবী

মুহাম্মাদ (ﷺ)। অতএব নাবী (ﷺ)-এর কথাকে বাদ দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য কার কথা আমরা গ্রহণ করতে চাই?

এছাড়া বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে বিধবা নারী আর কুমারী নারীর বিয়ের সম্মতির ধরণ যে ভিন্ন সে সম্পর্কে উল্লেখকৃত হাদীসগুলো যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে খুব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, যিনি বলেছেন যে, শুধুমাত্র বিধবা নারী অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করতে পরবে তার মতটিও বাতিল অগ্রহণযোগ্য।

আবার একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন ছিল যে, উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোর দ্বারা যে পক্ষেই দলীল গ্রহণ করা হোক না কেন। এ আয়াতগুলি কিন্তু আমাদের নাবী (ﷺ)-এর উপরেই নাযিল হয়েছিল। আর তিনিই বলছেন যে, অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল। আবার বলেছেন ঃ অভিভাবকহীন বিয়েই হয় না। অতএব তাঁর চেয়ে কি এমন কেউ রয়েছেন যে, তিনি আয়াতের ভাবার্থ বেশী বুঝেন। তিনি কি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত সহীহ্ হাদীস দ্বারা আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা করতে পারেন?

কোন কোন আলেম বলেছেন যে, অধিক সংখ্যক আলেম বলেছেন ঃ অভিভাবকহীন বিয়েই হবে না, বা বিয়েই শুদ্ধ হবে না। আর যিনি বলেছেন বিধবা বা কুমারী যুবতী নারী অভিভাবক ছাড়াই বিয়ে করতে পারবে তিনি মনে করেন যে, অভিভাবক ছাড়া বিয়েটা পূর্ণাঙ্গ হবে না।

কিন্তু রসূল (ﷺ) বললেন ঃ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মেয়ে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল, সে বিয়ে বাতিল, সে বিয়ে বাতিল। আর আরেকজন বললেন ঃ অভিভাবক ছাড়া বিয়ে পূর্ণাঙ্গ হবে না। এ অবস্থায় আমাদেরকে কার কথা গ্রহণ করতে হবে? রসূল (ﷺ) বললেন ঃ বাতিল, বাতিল, বাতিল এ কথা নাকি যিনি বা যারা বললেন ঃ পূর্ণাঙ্গ হবে না তার কথা?

এ কারণেই কোন এক আলেম প্রতিপক্ষ এক আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ অভিভাবক ব্যতীত বিয়ের বিষয়ের মাসআলাটি নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এক আলেম ও তার সাথে আরো যারা মত দিয়েছেন তাদের আর রসূল (ﷺ)-এর মাঝে। রসূল (ﷺ) বললেন ঃ যে নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল আর তিনি এবং তার সাথে ঐকমত্য পোষণকারীগণ বললেন ঃ বরং তার বিয়ে সহীহ্ (সঠিক) বা অপূর্ণাঙ্গ। অতএব দ্বন্দ্বটা তো তাদের এবং রসূল (ﷺ)-এর মাঝেই।

আবার অভিভাবকহীন বিয়েকে জায়েয করার লক্ষ্যে কেউ কেউ এরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে, আয়েশা (رضي الله عنها) হতে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে বাতিল হওয়ার হাদীসটি দাসীদের সাথে খাস।

অর্থাৎ রসূল (ﷺ) বললেন ঃ যে কোন নারী আর তিনি বলছেন ঃ শুধুমাত্র দাসী নারী। হায় আফসুস! সহীহ্ হাদীস এবং তার সঠিক অর্থ না মানার জন্য এতো প্রচেষ্টা। কিন্তু কেন? আর কাকে খুশি করার জন্যে?

এ ব্যাখ্যাকারীর ব্যাপারে এতোটুকুই যথেষ্ট মনে করি যে, তার এরূপ ব্যাখ্যা রসূল (ﷺ)-এর কোন একজন সহাবী তো দূরের কথা একজন মুহাদ্দিসও করেননি। এর কারণ একটিই আর সেটি হচ্ছে রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "যে কোন নারী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল ..." আর তিনি বলছেন ঃ দাসী নারী। এ মনগড়া ব্যাখ্যা তাদের মধ্য থেকে কেউ করেননি, কারণ তাদের কোন একজনেরও রসূল (ﷺ)-এর হাদীসের অপব্যাখ্যা করার মত দুঃসাহস ছিল না। কারণ, অপব্যাখ্যা করার সাথে ঈমান থাকা আর না-থাকার বিষয়টি জড়িত। আল্লাহ্ সকলকে সত্য উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন।

আসুন আমরা একটু ভেবে দেখি কী কারণে অভিভাবকহীন বিয়ের প্রয়োজন পড়ে?

আমরা যে কারণে অভিভাবকহীন বিয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করছি সেটির উৎস কি? আসলে কি কারণে অভিভাবকহীন বিয়ের প্রয়োজন পড়ে?

পাঠকমহল! একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন এবং চিন্তা করুন অভিভাবকহীন বিয়ের একমাত্র কারণ হচ্ছে বিয়ে পূর্ব পারস্পরিক সম্পর্ক বা প্রেম অথবা ভালোবাসা। এর দ্বিতীয় কোন কারণ নেই। কিন্তু বিয়ে পূর্ব সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে গেলে বিয়ে পর্যন্ত যায় তাও একটু চিন্তা করুন। এ কারণে অভিভাবকহীন বিয়ের পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন বিয়ে পূর্ব নর ও নারীর বা যুবক যুবতীদের সম্পর্ককে ইসলাম কি সমর্থন করে? এ সম্পর্ক গড়ার বৈধতা কি ইসলাম দিয়েছে না দেয়নি? আমার মনে হয় ইসলাম সম্পর্কে যে ব্যক্তির সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে তিনিই জানেন যে, ইসলাম বিয়ে পূর্ব কোন সম্পর্কের বৈধতা প্রদান করেনি। বরং ইসলামে এরূপ সম্পর্ক গড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এরপর আসুন! কত গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠলে বিয়েতে গড়াই। শুনেছি (নিজে জানিনা) শুধু ব্যভিচারে জড়িত হওয়াই নয়, ব্যভিচারে জড়িত হওয়া ছাড়াও যুবক এবং যুবতী পরস্পরের শরীরকে স্পর্শ করলে সে যুবক এবং যুবতীর মাঝে গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরকে নিকটে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে এমনকি এ পারস্পরিক শারীরিক স্পর্শকে সারা জীবনেও ভুলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বলতে পারবেন। কোন কোন সময় যেমন বর্তমানে মোবাইলের এ যুগে কথার আকর্ষণও কিন্তু কম নয়। ফলে এ আধুনিক যুগে মোবাইল সহ অন্য কোন মাধ্যমে ভাব বিনিময়ের দ্বারাও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়ে বিয়েতে গড়াতে পারে। আবার পরক্ষণে সুমিষ্ঠভাষী উভয়ে

পরস্পরকে দেখার পর খুশি না হতে পারার কারণে প্রেমের সম্পর্কের অবসানও ঘটে যেতে পারে। এরূপ ঘটনাও বর্তমানে দু'একটা ঘটছে।

তবে বাস্তবতা যদি এরূপই হয় তাহলে (দলীল নিয়ে আলোচনা করা ছাড়াই) এক বাক্যে বলতে হবে যে, অবৈধ সম্পর্ককে অটুট রাখতেই অভিভাবকহীন বিয়ের আয়োজন। অতএব যারা বলছেন যে, অভিভাবকহীন বিয়ে বৈধ তাদেরকে বিয়ে পূর্ব অবৈধ সম্পর্ককেও বৈধ আখ্যা দিতে হবে। কারণ অভিভাবকহীন বিয়ের উৎসই হচ্ছে অবৈধ সম্পর্ক।

যিনি এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবেন তিনি খুব সহজেই বুঝে যাবেন যে, অভিভাবকহীন বিয়ে কখনও বৈধ হতে পারে না।

অভিভাবক ছাড়া বিয়ের কু-প্রভাব ঃ

১। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই মেয়েদের জন্যে নিজে নিজেই বিয়ে করার অনুমোদন থাকলে ছেলে মেয়েদের মাঝে পাপের সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং এর বিস্তৃতি ঘটবে। কোন দু'জন ছেলে ও মেয়ের মাঝে সম্পর্ক গড়ে উঠলে এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়লে তারা দ্রুততার সাথে অভিভাবক ছাড়াই বিয়ের করে ফেলবে এবং দাবী করে বসবে যে, আমরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। আর এরূপ ঘটনা ঘটানো তিনজন বন্ধুকে ম্যানেজ করে খুব সহজেই ঘটানো সম্ভব। একজন পড়াবে বিয়ে আর দু'জন হবে সাক্ষী। ফলে অভিনব কায়দায় এ এক নতুন পদ্ধতির বিয়ের প্রচলন সমাজে চালু হয়ে যাবে যা ইসলামী বিয়ে হিসেবে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর এরূপ বিয়েকে বৈধতা দেয়া হলে উঠতি বয়সের ছেলে এবং মেয়েরা বাড়তি সুযোগ ভেবে এর দিকে ঝুকে পড়বে এবং তা সমাজে ব্যাধি হিসেবে ছড়িয়ে পড়বে। বর্তমানে ঘটছেও।

২। পিতা-মাতা সহ আত্মীয় স্বজনের অজান্তে এরূপ বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশী। এমনকি পরস্পরে বুঝাপড়ার মাধ্যমেও এর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। মোহ ভঙ্গ হলে সবার অজান্তেই গোপন বিয়ের মৃত্যু গোপনেই ঘটে যাবে।

৩। আবার এরূপ বিয়েকে বৈধতা দেয়া হলে এক শ্রেণীর যুবক যুবতী এরূপ বিয়ে করাকে নেশা হিসেবেও গ্রহণ করতে পারে। এ ধারণায় যে যখন এটাকে কেউ কেউ জায়েয আখ্যা দিয়েছেন তখন একবার বিয়ে করে সেটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় আরেক যুবকের সাথে বিয়ে করলে অসুবিধা কি। যুবকও একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। ফলে অভিভাবক কর্তৃক বিয়ে দেয়ার পূর্বেই হয়তো একজনের একাধিকজনের সাথে বিয়ে হয়ে যেতে পারে যদি পারস্পরিকভাবে আগ্রহ ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

৪। অনেক সময় এরূপ একটি বিয়েকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে অন্যরাও বিয়ে করতে পারে। কারণ বর্তমান সমাজে কুরআন আর হাদীসের দলীল অনুসন্ধান না করে ঘটে যাওয়া ঘটনাকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেরূপ পূর্বেও করা হয়েছে।

৫। পিতা-মাতার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও যদি গোপনে বিয়ে করে ফেলে তাহলে এ ক্ষেত্রে সে পিতা-মাতার অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে যা নিঃসন্দেহে কাবীরাহ্ গুনাহ্ (মহাপাপ)। এভাবে সে একটি অন্যায় করতে গিয়ে আরেকটি অন্যায়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

৬। অভিভাবকহীন বিয়ের বৈধতা প্রদানের দ্বারা (অবৈধভাবে) সুযোগের সদ্ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হবে। নিঃসন্দেহে এরূপ বিয়ের অনুমোদন দেয়ার অর্থ দাঁড়াবে ব্যবসায়ী, ছাত্র/ছাত্রী ও যুবক যুবতীদেরকে অবাধে গোপন বিয়েতে উৎসাহিত করা। এমনকি এরূপ বিয়ের বৈধতা পেলে নাবী (ﷺ) কর্তৃক হারামকৃত আর শিয়াদের নিকট বৈধ- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি ভিত্তিক মুত'য়াহ্- বিয়ে প্রথার প্রচলন শুরু হয়ে যেতে পারে। আর শুনাও যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এক শ্রেণীর স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের মাঝে নাকি এরূপ শুরু হয়ে গেছে। [নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক]।

অভিভাবকহীন বিয়ের ব্যাপারে এক নজরে পক্ষে বিপক্ষে যাদের মতামত বা সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হয়েছে তাদের কতিপয় নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

অভিভাবকহীন বিয়ে অবৈধ, বাতিল এবং না-জায়েযের পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা হলেন ঃ

উমার ইবনুল খাত্তাব (ﷺ), আলী ইবনু আবী তালিব (ﷺ), আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (ﷺ), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (ﷺ), আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ), আয়েশা (ﷺ), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (ﷺ) প্রমুখ। এছাড়া কোন একজন সহাবী থেকেও এর বিপক্ষে কোন মত পাওয়া যায় না। তাবে'ঈদের মধ্য থেকে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, হাসান বাসরী, জাবের ইবনু যায়েদ, শুরাইহ, ইবরাহীম নাখ'ঈ, উমার ইবনু আব্দিল আযীয প্রমুখ। চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালেক ও তার অনুসারীগণ, ইমাম শাফে'ঈ ও তার অনুসারীগণ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও তার অনুসারীগণ। এছাড়া সুফইয়ান সাওরী, ইবনু আবী লাইলাহ্, ইবনু শাব্রুমাহ্, ওবাইদুল্লাহ্ আম্বারী, আওযা'ঈ, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, আবূ ওবাইদ প্রমুখ।

وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا.

ইমাম আবূ জা'ফার আত্বহাবী "শারহু মা'আনিল আসার" গ্রন্থে (৩/৩৬৪) বলেন ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ সেই মতের অনুসারী যারা বলেছেন যে, কোন মেয়ের তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নিজেই নিজের বিয়ে দেয়া না জায়েয।

وقال ابن رشد الحفيد في (بداية المجتهد ٢ /١٠) : " ذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة"

ইবনু রুশ্‌দ আল-হাফীদ "বিদায়াতুল মুজতাহিদ" গ্রন্থে (২/১০) বলেন ঃ ইমাম মালেক এ মত পোষণ করেছেন যে, অভিভাবক ছাড়া বিয়েই হবে না। অভিভাবক থাকা বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তযুক্ত।

আল্লামাহ্ বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্' গ্রন্থে (৯/৪০) বলেন ঃ রসূল (ﷺ)-এর বাণী "অভিভাবক ব্যতীত বিয়েই হবে না" এ হাদীসের উপর সহাবী এবং তাদের পরের যুগের বিদ্বানগণের আমল হয়ে আসছে।

ইবনু রুশ্‌দ (২/১০) বলেন ঃ দাউদ আয-যাহেরী আবার এরূপ মত পোষণ করেছেন যে, বিধবা নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই একাকী বিয়ে করতে পারবে কুমারী যুবতী মেয়ে পারবে না। এরূপ পার্থক্য করাকেও উপরোক্ত হাদীসগুলো সমর্থন করে না। অতএব এ মতটিও সঠিক নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অভিভাবকহীন বিয়েকে বৈধতা দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন যুবতী মেয়ে অভিভাবককে না জানিয়ে নিজে নিজেই বিয়ে করলে তা করা জায়েয আছে।

কিন্তু ইজতিহাদ করে দেয়া তার এ ফাতাওয়া সঠিক ছিল না। তার পরেও তিনি একটি সাওয়াব পাবেন। কারণ, রসূল (ﷺ) হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ ইজতিহাদ করে সমাধান প্রদাণকারী ভুল করলেও একটি সাওয়াব পাবে। [এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন]। আর কোন ব্যক্তি ইজতিহাদ করে ফাতাওয়া দিলেই তার কথা গ্রহণ করতে হবে এমন নয়। বরং তার কথার গ্রহণযোগ্যতা আর প্রত্যাখ্যান করাটা নির্ভর করে দলীলের উপর ভিত্তি করে। একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর সহীহ্ হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য নয়।

একজন ইমামের প্রতিটি মতের অনুসরণ করতে হবে বিষয়টি এরূপও নয়। এ কারণেই বিশিষ্ট আলেমে দীন সুলাইমান আত-তামীমী বলেছেন

ঃ যদি প্রত্যেক আলেমের অনুমোদনকেই গ্রহণ কর অথবা প্রত্যেক আলেমেরই পদস্খলনমূলক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ কর তাহলে তোমার মধ্যে যাবতীয় মন্দ কর্মের সমাবেশ ঘটবে।

এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (রহিঃ) এর ঐতিহাসিক উক্তির দিকে যদি দৃষ্টি দেই তাহলে দেখছি তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ . (ابن عابدين في " الحاشية " ١ / ٦٣)

১। হাদীস সহীহ্ হিসেবে প্রমাণিত হলেই সেটি আমার মাযহাব। [দেখুন হানাফী মাযহাবের ফিকহের গ্রন্থ "হাশিয়াহ্ ইবনু আবেদীন" (১/৬৩)]।

وقال : إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله قيل : إذا كان قول رسول الله ﷺ يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لخبر الرسول ﷺ وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة.

৭। তিনি আরো বলেন ঃ আমি যখন এমন কোন কথা বলবো কিতাবুল্লাহ্ যার বিপরীত বলছে, তখন তোমরা কিতাবুল্লাহ্র কারণে আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান কর। কেউ বললো ঃ যদি রসূল (ﷺ)-এর বাণী আপনার কথা বিরোধী হয় তাহলে? তিনি বললেন ঃ তোমরা রসূল (ﷺ)-এর হাদীসের কারণে আমার কথা পরিত্যাগ করো। তাকে বলা হলো ঃ যদি সহাবীর কথা আপনার কথার বিপরীত হয় তাহলে? তিনি বললেন ঃ সহাবীর কথার কারণে আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান কর। [দেখুন "ফতহুল মাজীদ" (১/৩৭৪)]।

قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال.

৮। ইমাম আবূ হানীফা (রহিঃ) আরো বলেন ঃ রসূল (ﷺ) থেকে যখন কোন হাদীস বর্ণিত হবে তখন তা মাথা নিচু করে আর চোখ বুজে গ্রহণ করতে হবে, যখন সহাবীদের থেকে আসার বর্ণিত হবে তখনও তা মাথা পেতে এবং চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করতে হবে আর যখন তাবে'ঈদের থেকে কিছু বর্ণিত হবে তখন আমরা এবং তারা সমানে সমান। [দেখুন "ফতহুল মাজীদ" (১/৩৭৪)]।

অতএব ইমাম আবূ হানীফা (রহিঃ)-এর এসব কথাকে মর্যাদা দিয়ে সঠিক অর্থ, সুস্পষ্ট সহীহ্ হাদীস এবং সহাবীগণের মতকে মেনে নিলে প্রকৃতপক্ষে তার অনুসরণ করা হবে এবং তার প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। অন্যথায় তার প্রতি অবিচার করা হবে।

এ মতামতগুলো ছাড়াও আরো মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না।

আসুন আমরা আরো কিছু তথ্য সম্পর্কে জানি ঃ

যারা বলছেন যে, অভিভাবকহীন বিয়ে করা মেয়েদের জন্য জায়েয আছে। তারা দলীল হিসেবে আয়েশা (رضي الله عنها)-এর কর্মকে গ্রহণ করেছেন। তারা এরূপ ব্যাখ্যা করছেন যে, যেহেতু অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল হওয়ার হাদীসটি আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেছেন আর তিনিই এর বিপক্ষে গেছেন তখন এ হাদীস আর আমলযোগ্য নয়।

কারণ বলা হয়ে থাকে বা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে তিনি তার ভাই আব্দুর রহমানের মেয়ে হাফসার বিয়ে মুনযিরের সাথে দিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রথমত বলতে চাই যে, আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করলেন যে, অভিভাবকহীন বিয়েকে রসূল (ﷺ) বাতিল আখ্যা দিয়েছেন। যা কোন প্রকার সন্দেহ্ ছাড়াই সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে রসূল

(ﷺ) থেকে সাব্যস্ত হওয়া হাদীসের বিরোধিতা করে আয়েশা (رضي الله عنها) নিজে রসূল (ﷺ)-এর সর্বাপেক্ষা প্রিয়া স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও রসূল (ﷺ)-এর বাণী বিরোধী ফাতাওয়া দিবেন বা কর্ম করবেন, এটা কি সম্ভব? এরূপ ভাবাটা অকল্পণীয় তো বটেই, এরূপ কিছু সাব্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করাটাও এক ধরনের অপরাধমূলক বাড়াবাড়ি।

দ্বিতীয়ত ঃ যদি ধরেইনি তিনি রসূল (ﷺ)-এর হাদীস বিরোধী কর্ম করেছিলেন। তাহলে আমরা কার কথার অনুসরণ করব। রসূল (ﷺ) থেকে সাব্যস্ত হওয়া বাণীর নাকি আয়েশা (رضي الله عنها)-এর ফাতাওয়ার? আশা করি কেউ রসূল (ﷺ)-এর বাণীর বিপক্ষে যেতে চাইবেন না।

তৃতীয়তঃ কারণ আয়েশা (رضي الله عنها) নাবী (ﷺ) হতে অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর বলা হচ্ছে যে, তিনি তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস বিরোধী কর্ম করেছেন। অতএব আমরা দেখব ঘটনাটি আসলে কীভাবে ঘটেছিল ঃ

عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا .

ইমাম মালেকের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হাফসা বিনতু আব্দির রহমানকে মুনযির ইবনুয যুবায়েরের সাথে বিয়ে দিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় যে আব্দুর রহমান শাম

দেশে থাকার কারণে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর আব্দুর রহমান যখন ফিরে আসলেন তখন তিনি (রাগান্বিত কণ্ঠে) বললেন যে, আমার মত ব্যক্তির সাথে এরূপ (কাজ) করা হবে আর পরামর্শ ছাড়াই আমার মত ব্যক্তির নিকট এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হয়েছে? (তার মনোভাব বুঝতে পেরে) আয়েশা (রাঃ) মুনযির ইবনুয যুবায়েরের সাথে কথা বললে তিনি (মুনযের) বললেন ঃ বিষয়টি আব্দুর রহমানের হাতে। তখন আব্দুর রহমান বললেন ঃ আপনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আমি সে সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করছি না। ফলে হাফসা মুনযেরের নিকটেই রয়ে যায়। তার এ মনোভাবকে ত্বলাক হিসেবে গণ্য করা হয়নি। [মুওয়াত্তা মালেক (১১৮২)]।

হাদীসটির ভাষা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, যদি বাস্তবেই আয়েশা (রাঃ) বিয়ে দিয়ে থাকেন আর বিষয়ছি এরূপই হয় তাহলে তাঁর সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল না। কারণ আব্দুর রহমানের মনোভাব দেখে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক মুনযিরের সাথে আলোচনা করাই তার প্রমাণ বহন করছে। যাকে আরো শক্তিশালী করছে মুনযিরের এ কথা যে, বিষয়টি আব্দুর রহমানের হাতে। এ অবস্থা দেখে আব্দুর তার (আয়েশা (রাঃ)-এর) মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে বিয়েতে সম্মতি দিয়ে দেন।

প্রথমের ভাষা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) হাফসার বিয়ে দিয়েছিলেন। আবার পরক্ষণে দেখা যাচ্ছে বিষয়টি মেয়ের অভিভাবক আব্দুর রহমানের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর তার অনুমোদনের ফলেই অনুমোদিত হয়। [এ কারণে যিনি বলেছেন যে, যদি কোন মেয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে ফেলে সে ক্ষেত্রে অভিভাবক অনুমতি দিলে তার বিয়ে বৈধ হয়ে যাবে এ ঘটনাটি তার স্বপক্ষের দলীল হতে পারে]।

তবে নিম্নের আলোচনা স্পষ্ট করবে যে, তিনি নিজে বিয়ের আক্দ সম্পন্ন করেননি বরং অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পুরুষ

ব্যক্তিই বিয়ের আক্দ সম্পন্ন করেছিলেন। আর তিনি আক্দ ছাড়া যাবতীয় অন্যান্য কর্মগুলো নিজ উদ্যোগে সম্পন্ন করেছিলেন যেমন বিয়ের প্রস্তাব, মাহ্র নির্ধারণ, মেয়ের সম্মতি গ্রহণ ইত্যাদি। তার পরেও অভিভাবকের (মেয়ের পিতা আব্দুর রহমানের) উপরেই বিয়ের বিষয়টি ঝুলেছিলো।

ইমাম বাইহাক্বী বলেন ঃ زَوَّجَتْ 'তিনি বিয়ে দিয়ে দেন' দ্বারা এরূপ বুঝতে হবে যে, তিনি বিয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। তার দিকে বিয়ে দেয়ার বিষয়টি এ কারণে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনিই উভয়ের মাঝে বিয়ে হওয়াকে পছন্দ করেছিলেন এবং সম্মতি দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তার পিতার অনুপস্থিতে তার উপস্থিত অভিভাবকের দিকে আক্দ সম্পন্ন করার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করেন। [দেখুন "সুনানুল কুবরা" (৭/১১২-১৩৪৩১)]।

কিন্তু তিনি যে বিয়ে দেননি বরং বিয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন এরূপই বুঝতে হবে কেন? কারণ আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম এমতাবস্থায় তার পরিবারের মধ্য থেকে কোন মহিলা বিয়ের ব্যাপারে তাকে সম্বোধন করলে তিনি উপস্থিত হন। অতঃপর যখন বিয়ের আক্দ অবশিষ্ট থাকল তখন তিনি তার পরিবারের কোন ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি বিয়ে দিয়ে দাও, কারণ মহিলা বিয়ের আক্দ সম্পন্ন করার অধিকার রাখে না। অন্য ভাষায় এসেছে ঃ তিনি বলেন ঃ কারণ মহিলারা (নিজেরা) বিয়ে করতে পারে না।

অতএব আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম হতে বর্ণিত হাদীসে যখন পাওয়া যাচ্ছে তার মাযহাব ছিল এরূপ তখন উপরে হাফসার বিয়ের ব্যাপারে 'তিনি বিয়ে দিয়ে দেন' দ্বারা বুঝতে হবে যে, তিনি বিয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেন। অতএব তিনি নাবী (ﷺ)-এর থেকে বর্ণিত হাদীস বিরোধী ছিলেন না।

عن عائشة أنها كانت إذا أنكحت رجلا من قرابتها امرأة منهم و لم يبق إلا العقد قالت اعقدوا فإن النساء لا يعقدن وأمرت رجلا فأنكح . (التمهيد : ١٩/٨٥).

আবূ উমার ইবনু আব্দিল বার "আত-তামহীদ" গ্রন্থে (১৯/৮৫) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন তার নিকটত্মীয়দের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির তাদের মধ্য থেকে কোন নারীর সাথে বিয়ে দিতেন তখন আক্দ ছাড়া যাবতীয় সব কিছু সম্পন্ন করতেন। অতঃপর (পুরুষদের সম্বোধন করে) বলতেন ঃ তোমরা আক্দ সম্পন্ন কর। কারণ, মহিলারা আক্দ সম্পন্ন করতে পারে না এবং কোন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করতেন ফলে সে ব্যক্তি বিয়ে পড়িয়ে দিতো।

আবূ উমার ইবনু আব্দিল বার "আল-ইসতিযকার" গ্রন্থে বলেন ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ভাই আব্দুর রহমানের মেয়ে হাফসার বিয়ে মুনযির ইবনুয যুবায়েরের সাথে দিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিয়ে দিয়ে দেয়াটা বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তিনি আক্দ সম্পন্ন করা ছাড়া বিয়ের প্রস্তাব, মেয়ের মাহ্র নির্ধারণ ও সম্মতি গ্রহণের ন্যায় কর্মগুলো সম্পন্ন করতেন। এর প্রমাণ বহন করছে পুরুষদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলা তার থেকে বর্ণিত আসার। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন ঃ তোমরা বিয়ে দাও এবং আক্দ সম্পন্ন কর। কারণ মহিলারা আক্দ সম্পন্ন করতে পারে না।

روى ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها أنكحت امرأة من بني أخيها رجلا من بني أختها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح. (الاستذكار : ٦/٣٢).

যেমন ইবনু জুরায়েজ আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার ভাইয়ের সন্তানদের মধ্য থেকে এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তার বোনের সন্তানদের মধ্য থেকে এক পুরুষের সাথে। তিনি তাদের মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দেন অতঃপর কথা বলেন। অতঃপর যখন আক্দ ছাড়া যাবতীয় সব কিছু সম্পন্ন হয় তখন তিনি এক ব্যক্তিকে আক্দ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করলে সে বিয়ে পড়াই। অতঃপর তিনি (আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) বলেন ঃ বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব মহিলাদের নয়। [দেখুন আবূ উমার ইবনু আব্দিল বার রচিত গ্রন্থ "আল-ইসতিযকার" (৬/৩২)]।

অনুরূপ ভাষায় আসারটি "মুসান্নাফু আব্দির রায্যক" গ্রন্থে (৬/২০১- ১০৪৯৯) বর্ণিত হয়েছে আর আসারটিকে ইবনু হাজার আসকালানী "ফতহুলবারী" গ্রন্থে (৯/১৮৬) সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আবী শাইবাহ্ও হাদীসটিকে তার "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৩/২৭৬- ১৫৯৫৯) নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

عن عائشة قالت كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن.

ইবনু আবী শাইবাহ্ তার সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ যখন তার বোনের সন্তানদের কোন যুবক (ছেলে) তার ভাইদের সন্তানের মধ্য থেকে কোন যুবতী মেয়ের সাথে (বিয়ে করার জন্য) আকৃষ্ট হতো তখন তিনি তাদের দু'জনের মাঝে পর্দা ফেলে দিয়ে কথা বলতেন। অতঃপর তিনি আক্দ করা ব্যতীত যাবতীয় সব কিছু সম্পন্ন করতেন। (পরিশেষে) তিনি বলতেন ঃ হে অমুক ব্যক্তি! তুমি বিয়ে পড়াও। কারণ মহিলারা বিয়ে দিতে পারে না।

এছাড়া আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব অনেক ক্ষেত্রে কোন মহিলা কিংবা পুরুষ কোন মেয়ের বা ছেলের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রাখলে আর বিয়েটি হয়ে গেলে আমরা বলে থাকিঃ অমুক ব্যক্তি বা মহিলাই আমার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসলে তো সে বিয়ে পড়াইনি বরং যে আক্দ সম্পন্ন করে সেই বিয়ে পড়িয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ)-এর কর্মগুলো বা ভূমিকা এরূপই ছিল।

এখানে একটি ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে আর তা হচ্ছে এই যে, আয়েশা (রাঃ) যখন কোন বিয়ের ক্ষেত্র তৈরি করতেন তখন তা কিন্তু গোপনে সবার অজান্তে করতেন না। বরং পরিবারের সদস্যদের অবগতি এবং সম্মতিতেই করতেন। অতএব তার বিয়ের ক্ষেত্র তৈরি করার বিষয় থেকে অভিভাবককে না জানিয়ে কোন মেয়ের জন্য অভিভাবক ছাড়াই (গোপন) বিয়ে করার বৈধতার দলীল গ্রহণ করার কোনই সুযোগ নেই।

অভিভাবকহীন বিয়ে জায়েয হওয়ার পক্ষে আলী (রাঃ)-ও ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। কথাটি ঠিক নয়। তার পরেও ব্যাখ্যা সহকারে উল্লেখ করা হলো ঃ আব্দুর রহমান ইবনু মারওয়ান বলেন ঃ বাড়িতে থাকা আমাদের সাথের এক মহিলা তার দু'মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে তারা তার সাথে মতবিরোধ করে আলী (রাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়। অতঃপর তিনি বিয়েকে বৈধতা প্রদান করেন। আরেকটি ঘটনায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, বাহরিয়্যাহ্ বিনতু হানী বলেন ঃ আমি নিজেকে কা'কা' ইবনু শুরের সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমার পিতা আলী (রাঃ)-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলে তিনি বিয়েটিকে বৈধতা দেন।

এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, আলী (রাঃ)-এর এরূপ সিদ্ধান্তকে যদি কেউ অভিভাবকহীন বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল নাবী (সাঃ)-এর এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন তাহলে এ সময়ে কার কথা গ্রহণ

করবেন? নাবী (ﷺ)-এর হাদীস নাকি আলী (ؓ)-এর সিদ্ধান্ত? নিশ্চয় নাবী (ﷺ)-এর হাদীসকে কেউ বাদ দিতে চাইবেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ আলী (ؓ) থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিভাবকহীন বিয়ে প্রত্যাখ্যাত মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার উদ্ধৃতিতে সাব্যস্ত হয়েছে ঃ

শা'বী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণের মধ্যে অভিভাবকহীন বিয়ের ব্যাপারে আলী (ؓ)-এর চেয়ে বেশী কঠোরতা প্রদর্শনকারী কেউ ছিলেন না। তিনি এরূপ বিয়ের কারণে প্রহার করতেন। (দেখুন পৃ ঃ ১৩)।

আলী (ؓ) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ যে কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল*। অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে হয় না। (দেখুন পৃ ঃ ১৩)।

অতএব কোনটি সঠিক? আমরা যদি বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে, রসূল (ﷺ) এক হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ যদি তারা (অভিভাবকরা) মতবিরোধ করে (ঝগড়াই লিপ্ত হয়) তাহলে শাসকই হচ্ছে অভিভাবক যার কোন অভিভাবক নেই।

অতএব আলী (ؓ)-এর নিকটে সমাধানের জন্য আসা ঘটনা দু'টি যদি সঠিক হয় তাহলে তিনি অভিভাবকদের মতভেদের কারণে শাসক হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কারণ এ সময়ে শাসকই অভিভাবক।

সারখাসী "আল-মাবসূত" গ্রন্থে (৪/৭৫) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ বলেন ঃ আয়েশা (ؓ) ভাইয়ের মেয়ে হাফসার বিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিয়ে হাফসার পিতা আব্দুর রহমানের অনুমোদনের উপর ঝুলে ছিল। আর আলী (ؓ) যে বিয়ের অনুমোদন দিয়েছিলেন তিনি সে বিয়ের অনুমোদন শাসক হিসেবে অভিভাবক হওয়ার কারণেই অনুমোদন দিয়েছিলেন।

এতো কিছু আলোচনা করার পরেও সব শেষে একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা প্রয়োজন বলে মনে করছি যে, রসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরে কে কি করলেন আর কে কিভাবে সিদ্ধান্ত দিলেন সেগুলোকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে রসূল (ﷺ)-এর হাদীসকে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়? কিংবা সেগুলোকে গ্রহণ করে রসূল (ﷺ)-এর সহীহ্ হাদীসকে ত্যাগ করা যায়? পরের যুগের ব্যক্তি হতে পারেন সহাবী কিংবা তাবে'ঈ কিংবা তাবে' তাবে'ঈ বা অন্য যে কেউ। এর উত্তরে শুনুন আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

"না, আমি তোমার (নাবী মুহাম্মাদ-এর) প্রতিপালকের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) সমাধানকারী হিসেবে মেনে না নেবে, অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে।" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)।

অতএব ঈমানদার হওয়ার শর্তই হচ্ছে সর্ব ক্ষেত্রে রসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত ফয়সালা বা সমাধানকে কোন প্রকার সংকোচবোধ ছাড়াই মেনে নেয়া। অন্যথায় আমরা ঈমানদার হতে পারবো না। আর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা যে ঈমানের ছয়টি রুকুনের একটি রুকুন আমরা এর উপর প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবো না যে পর্যন্ত রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশাবলীকে কোন প্রকার সংকোচবোধ ছাড়াই মেনে নিতে না পারবো।

অতএব বিষয়টিকে এতো সহজ মনে করা ঠিক হবে না। কারণ রসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করা আর না করার সাথে ঈমানদার হওয়া, না হওয়ার বিষয়টি জড়িত রয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার নাবী (ﷺ)-এর অনুসরণ করার তাওফীক দান কর।

বিয়ের শর্তসমূহ ঃ

১। স্বামী এবং স্ত্রী নির্দিষ্ট হওয়া। ২। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সম্মতি থাকা। ৩। মেয়ের পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কর্তৃক বিয়ে সম্পন্ন করা। ৪। প্রাপ্ত বয়স্ক দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষী থাকা।

কোন অভিভাবকের যদি একাধিক মেয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে তার কোন্ মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। নির্দিষ্ট না করে বিয়ে দেয়া হলে সে বিয়ে হবে না। এ ছাড়া অন্য শর্তগুলোর যে কোনটি পূর্ণ না করে বিয়ে করা হলে সে বিয়ে বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ (১) যদি কোন মেয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া বিয়ে করে ফেলে তাহলে এখন সে কি করবে?

উত্তর ঃ প্রথমত, সে মেয়ে ছেলের সাথে আর ছেলে মেয়ের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। দ্বিতীয়ত, এ অবৈধ সম্পর্কের জন্য আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ্ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তৃতীয়ত, সে মেয়ে তার বৈধ অভিভাবককে বিষয়টি অবহিত করবে। চতুর্থত, যদি অভিভাবক বিয়েতে সম্মতি প্রদান করে তাহলে নতুন করে তারা বিয়ে করবে।

(২) বর্তমানে ছেলে এবং মেয়ে অভিভাবককে না-জানিয়ে তার সম্মতি ছাড়াই কোর্টে গিয়ে বিয়ে করছে (যাকে কোর্ট ম্যারিজ বলা হচ্ছে) এ বিয়ে কি বৈধ?

উত্তর ঃ এ বিয়ে বৈধ নয়। এ বিয়েও বাতিল। কারণ এটিও অভিভাবকহীন বিয়ে। অর্থাৎ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কাজির নিকট গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হোক আর কোর্টে গিয়ে রেজিষ্ট্রি করা হোক অথবা কোন আলেমের নিকট গিয়ে বিয়ে পড়িয়ে নেয়া হোক, এসব বিয়ে যেহেতু অভিভাবকহীন বিয়ে সেহেতু এসব বিয়ে বাতিল। এ সব বিয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(৩) কোন কোন ব্যক্তি মেয়ের অভিভাবক হওয়ার যোগ্য?

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ধারাবাহিকভাবে মেয়ের অভিভাব হতে পারবেন ঃ

(১) মেয়ের পিতা (২) পিতার পক্ষ থেকে অসিয়্যাতের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি। (৩) মেয়ের দাদা (নানা নয়, কারণ মায়ের পক্ষের কোন ব্যক্তি অভিভারক হতে পারে না) (৪) প্রস্তাবিতা মহিলার ছেলে (যদি থাকে) (৫) প্রস্তাবিতা মহিলার ছেলের ছেলে (৬) প্রস্তাবিতা মেয়ের আপন ভাই (৭) প্রস্তাবিতা মেয়ের পিতার পক্ষের ভাই (৮) মেয়ের আপন চাচা (৯) মেয়ের পিতার পক্ষের চাচা (১০) আট এবং নয় নম্বরে উল্লেখিত চাচাদের ছেলেরা (১১) অতঃপর যারা প্রস্তাবিতা মেয়ের পিতার দিকের নিকট আত্মীয় স্বজন (১২) উপরোক্ত কোন অভিভাবক না থাকলে শাসক অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন (বর্তমানে আমাদের দেশে স্থানীয় গ্রাম্য সৎ মাতাব্বরের উপর দায়িত্ব বর্তাতে পারে)।

(৪) অভিভাবক কর্তৃক কোন মেয়ের অনুমতি ছাড়ায় বিয়ে দেয়া হলে সে বিয়ের ব্যাপারে শর'ঈ বিধান কি?

যেমন কোন মেয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে না তেমনিভাবে কোন অভিভাবক মেয়ের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াও বিয়ে দিতে পারবে না। এর প্রমাণ উপরে আলোচিত মেয়ের সম্মতি বা অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো। আর যদি কোন মেয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় এমতাবস্থায় যে, সে মেয়ে বিয়েতে রাজি ছিল না। তাহলে সে মেয়ের এ বিয়ে ঠিক রাখার অথবা শাসক বা বিচারকের দারস্থ হয়ে তার মাধ্যমে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ বিয়ে ঠিক রাখা অথবা ভেঙ্গে দেয়ার তার স্বাধীনতা রয়েছে। কারণ, রসূল (ﷺ) মেয়ের অনুমতি ছাড়া সংঘটিত বিয়ে মেয়ের আপত্তির কারণে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। [দেখুন ঃ বুখারী (৬৯৬৯)]।

حكم النكاح

بغير ولي في الإسلام

إعداد: محمد أكمل حسين بن بديع الزمان

داعية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية

مكان العمل: كوريا الجنوبية

E-mail: Shefa97@yahoo.com

الطباعة والنشر

المطبعة التوحيد لطباعة والنشر